NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ মুরগির দামের আগুনে জ্বলছে শহরের বাজার, হতাশ মধ্যবিত্ত

ভোটে ফল আনতে পারলেই আগামীদিনে অগ্রাধিকার ৩

কলকাতা ২২ মার্চ ২০২৬ ৭ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২৭৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.03.2026, Vol.19, Issue No. 279, 8 Pages, Price 3.00

## কাল থেকে ধাপে ধাপে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভোটের আগে ‘বিচারাধীন’ ভোটারদের চূড়ান্ত অবস্থান স্পষ্ট করতে সোমবার প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। এরপর প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার নতুন করে তালিকা আপডেট করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই বিপুল সংখ্যক নথি যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। কমিশন সূত্রের দাবি, কয়েক লক্ষ ভোটারের তথ্য পরীক্ষা করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যদিও কতজন চূড়ান্তভাবে তালিকাভুক্ত হলেন বা বাদ পড়লেন, সেই নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। তবে অভ্যন্তরীণ সূত্রে ইঙ্গিত, একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নথি যাচাইয়ে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রশাসনিক স্তরে একইসঙ্গে জোর দেওয়া হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায়। জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও কমিশনারদের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, তালিকা প্রকাশের পর কোনও ধরনের অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভোটারদের সুবিধার্থে অনলাইন ব্যবস্থাও চালু করা হচ্ছে। এপিক নম্বর ব্যবহার করে কমিশনের ওয়েবসাইটে সহজেই জানা যাবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই প্রক্রিয়াকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

## ফরেনসিকের নজরে লিফট সুরক্ষার ত্রুটি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-এ লিফট বিপর্যয়ে নাগেরবাজারের বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪১)-এর মৃত্যুকে ঘিরে তদন্তে গতি আনল শহর পুলিশ। শনিবার সকালেই ট্রমা কেয়ার ইউনিটের সংশ্লিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দল। ঘটনাস্থল ঘিরে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ চালিয়ে লিফটের কার্যপ্রণালী, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সম্ভাব্য ত্রুটির উৎস খুঁজে দেখছেন তাঁরা।

তদন্তে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে লিফটের দরজার সেন্সর ও যান্ত্রিক অংশগুলির ওপর। দুর্ঘটনার মুহূর্তে ভিতরে কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা পুনর্গঠনের কাজও শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, লিফটের অভ্যন্তর ও আশপাশ থেকে একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে, যা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা হবে।

একই দিনে গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরাও হাসপাতাল চত্বর ঘুরে দেখেন। প্রত্যক্ষদর্শী এবং কর্মীদের সঙ্গে কথা বলা, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা, সব দিক থেকেই তথ্য জোগাড় করছে পুলিশ। এক তদন্তকারী আধিকারিক বলেন, ‘ঘটনার পিছনে যদি কারও অবহেলা বা গাফিলতি প্রমাণিত হয়, তা হলে আইনের নিরিখে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ঘটনাকে ঘিরে চিকিৎসা পরিকাঠামোর নিরাপত্তা নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

## অধিকার রক্ষায় আপসহীন, ফের নিশানা কেন্দ্রকে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কলকাতার রেড রোডে ইদের নমাজের মঞ্চ থেকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরাসরি কেন্দ্রকে নিশানা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর বক্তব্যে উঠে এল নাগরিকত্ব, প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এবং বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে একাধিক তীক্ষ্ণ মন্তব্য।

বক্তব্যের শুরুতেই এসআইআর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘যতই বিপদ আসুক না কেন, সেই বিপদ আপনারা সহজেই সামলে নিতে পারবেন। এসআইআর-এ অনেক মানুষের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে... যার জন্য আমরা কলকাতা থেকে দিল্লি, সুপ্রিম কোর্ট থেকে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত ছুটেছি। এরপরেও যাদের নাম কাটা গিয়েছে, আমরা আশা রাখি যে মানুষের সম্মান রক্ষা হবে।’

সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যদি আপনাদের পাশে কেউ না থাকে, তবে আমরা বাংলার সমস্ত নাগরিকের সঙ্গে, সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে, সমস্ত জাতি ও ধর্মের সঙ্গে আছি। আপনাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে থেকে আপনাদের জন্য আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।’

এরপর প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি আক্রমণ করে তাঁর মন্তব্য, ‘আলোতে যদি বাধা থাকে... তবে... তার থেকে বরকত ছিনিয়ে নিতে হবে। আমাদের অধিকার আমরা মোদীজিকে কেড়ে নিতে দেব না।’ বিদেশ সফর প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘আপনি সৌদি আরবে গিয়ে হাত মেলান...আপনি যখন দুবাই যান-দুবাইয়ের মানুষ আমাদের ভারতের বন্ধু। আপনি যখন সেখানে গিয়ে বন্ধুত্ব পাতান, কোলাকুলি করেন...তখন আপনার মনে পড়ে না যে সে হিন্দু না মুসলমান। আর ভারতে এসে আপনি সব ভুলে যান! আপনি বলেন এর নাম কেটে দাও, ওর নাম কেটে দাও।’

রাজ্যে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ‘আপনি জোর করে আমাদের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। যেন রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে...তবুও আমরা ভয় পাব না। যারা ভয় পায়, তারা ব্যর্থ হয়...যারা লড়াই করে, তারাই সফল হয়।’

বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণে তিনি বলেন, ‘বিজেপি চাইছে সব দখল নিতে। শুধু তাদের নেতারা থাকবে। চোর, ডাকাত, গুন্ডাদের পার্টি...ওটা গদ্দারদের পার্টি! আমাকে ক্ষমা করবেন...কিছু কিছু গদ্দারও আছে... যারা বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভোট ভাগের খেলায় মেতেছে। কোনওভাবেই তাদের সমর্থন করবেন না।’

শেষে উর্দু শায়েরি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, ‘মুদ্দই লাখ বুরা চাহে তো ক্যায়া হোতা হ্যায়...ওহি হোতা হ্যায় জো মনজুরে খুদা হোতা হ্যায়।’ এবং নির্বাচনী বার্তা স্পষ্ট করে দেন, ‘আমাদের ইচ্ছা একটাই...বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও।’

ছবি: অদিতি সাহা

## অসমে প্রার্থী দিল তৃণমূল

**গুয়াহাটি, ২১ মার্চ: বাংলার পাশাপাশি যে রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন, সেগুলির মধ্যে অসমে সবচেয়ে বেশি নজর রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। হিমন্ত বিশ্বশর্মার রাজ্যে ভালোরকম সংগঠন রয়েছে তৃণমূলের। এবার পাশের রাজ্যে প্রথম দফার প্রার্থীও ঘোষণা করে দিল তৃণমূল। প্রথম দফায় ১৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। সংখ্যালঘু ভোটারদের দিকে নজর দিচ্ছে শাসকদল।**

### জেলাশাসকদের সতর্কবার্তা নবান্নর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ ঘিরে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। নবান্নের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আগামী ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় অতিরিক্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে। এই অবস্থায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ, সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে কড়া নজরদারি রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকাঠামোগত সহায়তাও নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকে।

## নতুন বেঞ্চে সরে গেল সিইসি নিয়োগ মামলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ ঘিরে চলা গুরুত্বপূর্ণ মামলায় অপ্রত্যাশিত মোড়। শুনানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, সঙ্গে বেঞ্চের অন্য বিচারপতিরাও। সুপ্রিম কোর্ট-এর এই সিদ্ধান্ত ঘিরে আইন মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করেন, এই মামলার সঙ্গে তাঁর পদগত অবস্থানের সম্ভাব্য যোগ রয়েছে। তাঁর কথায়, ‘এই মামলাটি এমন বেঞ্চে শোনা উচিত, যেখানে ভবিষ্যতে প্রধান বিচারপতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকা কেউ থাকবেন না।’ এই মন্তব্যের পরই মামলাটি নতুন বেঞ্চে পাঠানোর নির্দেশ দেন তিনি। আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ-ও একই সুরে বলেন, ‘স্বার্থের সংঘাত এড়াতে এই মামলার শুনানি অন্য বেঞ্চে হওয়াই যুক্তিযুক্ত।’ আদালত সেই প্রস্তাব মেনে নেয়।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রের নতুন আইনে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের পদ্ধতি বদল নিয়ে একাধিক আপত্তি উঠেছে। সেই আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেই দায়ের হয়েছে এই মামলা। আগামী ৭ এপ্রিল নতুন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

### এলপিজি বরাদ্দ বাড়ল ৫০ শতাংশ

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিবদের উদ্দেশে পাঠানো এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ধাপে ধাপে বাণিজ্যিক এলপিজির বরাদ্দ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের সচিব নীরজ মিত্তলের সই করা ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই ২০ শতাংশ বরাদ্দের পাশাপাশি আরও ১০ শতাংশ অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এবার ২৩ মার্চ থেকে আরও ২০ শতাংশ যোগ করে মোট বরাদ্দ ৫০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট করা হয়েছে, এই অতিরিক্ত এলপিজি বরাদ্দ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হোটেল, রেস্তরাঁ, ধাবা, শিল্প ক্যান্টিন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, দুগ্ধ শিল্প এবং সরকারি বা স্থানীয় সংস্থার পরিচালিত কমিউনিটি কিচেন গুলিতে ব্যবহার করতে হবে।

## বদলিতেও খালি হয়নি বাংলো, রুষ্ট কমিশন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রাজ্যে নির্বাচনী প্রস্তুতির মধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে তৈরি হয়েছে নতুন অস্বস্তি। বদলি হওয়া একাধিক জেলাশাসকের বিরুদ্ধে সরকারি বাংলো খালি না করার অভিযোগ উঠতেই কঠোর অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের অভিযোগ, দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পরও থাকার জায়গা না পেয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের।

এই পরিস্থিতিতে কমিশনের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বাংলো খালি করতেই হবে। এক আধিকারিকের কথায়, ‘কাজ করতে এসে যদি থাকার জায়গাই না পাই, তা হলে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটবে।’ অভিযোগ উঠেছে মালদা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি-সহ একাধিক জেলায় একই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

পাশাপাশি, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে প্রশাসনিক রদবদলের নজিরবিহীন পদক্ষেপ নিয়েছে কমিশন। শীর্ষস্তর থেকে জেলা পর্যন্ত একাধিক পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বাংলো বিতর্ক নতুন করে প্রশাসনিক টানাপোড়েন বাড়াচ্ছে। কমিশনের নির্দেশ কার্যকর না হলে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলেই ইঙ্গিত মিলছে।

## আজ শুরু ভবানীপুরে, কাল থেকে রাজ্যজুড়ে

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেই সংগঠনকে চাঙ্গা করতে আজ ভবানীপুরে কর্মিসভায় যোগ দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চেতলার অহীন্দ্র মঞ্চের এই বৈঠককে ঘিরে তৃণমূলের অন্দরে তৎপরতা তুঙ্গে, কারণ এখান থেকেই শুরু হতে পারে রাজ্যব্যাপী প্রচারের সুসংগঠিত পরিকল্পনা। সূত্রের খবর, সোমবার থেকে জেলায় জেলায় প্রচার শুরু করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তার আগে ভবানীপুরে, নিজের কেন্দ্র থেকেই শুরু করে দিচ্ছেন তিনি।

এদিনের বৈঠকে প্রার্থী মমতা তো বটেই, হাজির থাকবেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস কুমার, মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ ভবানীপুরের আরও সাত জন কাউন্সিলর। কর্মী সম্মেলনে সব বুথের কর্মীদেরও হাজির থাকতে বলা হয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের লক্ষ্য, ভোটের আগে মমতার ভবানীপুরে করা কাজের ফিরিস্তি

### প্রচারে মমতা

বুথে বুথে পৌঁছে দেওয়া।

দলীয় সূত্রের দাবি, শুধু ভবানীপুর নয়, গোটা রাজ্যে বুথভিত্তিক শক্তি বাড়ানোই এখন মূল লক্ষ্য। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতার প্রেক্ষিতে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। এক নেতা বলেন, ‘দিদির বার্তা স্পষ্ট, প্রতি বুথে পৌঁছে যেতে হবে, মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগই জয় নিশ্চিত করবে।’

এদিকে, বিরোধীদের আক্রমণ ও প্রশাসনিক বদল ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে ভবানীপুরের কর্মিসভা শুধু একটি কেন্দ্রিক কর্মসূচি নয়, বরং রাজ্যজুড়ে নির্বাচনী লড়াইয়ের কৌশল নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-তে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৪৭ হাজার ৯৪ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। বর্তমানে ভবানীপুর বিধানসভা বিবেচনাধীন ভোটারের সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার ১৫৫ জন। সেই পরিস্থিতিতে কালীঘাটের বাসভবনে দলের বিএলএ এবং বিএলএ-২-দের নিয়ে একাধিক বৈঠক করেছেন মমতা। আর অহীন্দ্র মঞ্চের কর্মী সম্মেলনেও ওই সব দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলএ এবং বিএলএ-২-কে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে ভবানীপুর থেকে তৃণমূল প্রার্থী মালা রায় সাড়ে ৬ হাজার ভোটে এগিয়ে থাকলেও পাঁচটি ওয়ার্ডে এগিয়েছিল বিজেপি। তাই ৬৩, ৭০,৭১,৭২,৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভোট প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সভাপতিকে। আর ৭৪,৭৭ এবং ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বে রয়েছেন মেয়র ফিরহাদ। তা সত্ত্বেও এই নির্বাচনে কোন নেতার কী দায়িত্ব হবে, কর্মিসভায় সেই বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন মমতা।

## জ্বালানি তথ্য ‘জাতীয় নিরাপত্তা’র অধীন, কেন্দ্রের ঘোষণায় বিতর্ক

**নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ:** পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির সরাসরি প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ভারতের জ্বালানি নীতিতে। কেন্দ্র সরকার এবার দেশের জ্বালানি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে ‘জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়’ হিসাবে ঘোষণা করেছে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, সরকার বাস্তব পরিস্থিতি লুকাতে জ্বালানি তথ্যকে জাতীয় নিরাপত্তার আওতায় আনছে। অন্যদিকে সরকারের দাবি, জরুরি পরিস্থিতিতে সরকার যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেই কারণেই এই পদক্ষেপ।

সরকারি সূত্র অনুযায়ী, যুদ্ধের ফলে তেলের পাশাপাশি এলপিজি সরবরাহেও বড় ধাক্কা লেগেছে। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্র নির্দেশ দিয়েছে, দেশের তেল ও গ্যাস সরবরাহ শৃঙ্খলের সঙ্গে যুক্ত সব সংস্থাকে এখন থেকে রিয়েল-টাইম তথ্য দিতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদন, মজুত, সরবরাহ ও আমদানির তথ্য সরাসরি সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। ভারত সাধারণত উপসাগরীয় অঞ্চল থেকেই অধিকাংশ রান্নার গ্যাস আমদানি করে। কিন্তু যুদ্ধের কারণে বিকল্প হিসাবে আমেরিকা-সহ অন্য দেশ থেকে সরবরাহ বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, প্রায় ৭,৫০০ গ্রাহক ইতিমধ্যেই পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস মোডে চলে গিয়েছেন, যাতে এলপিজির উপর চাপ কমানো যায়। পাশাপাশি আমদানি বাড়ানো, বিকল্প উৎস খোঁজা এবং দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর মতো একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। এদিকে শুক্রবার বিভিন্ন মন্ত্রকের সম্মিলিত সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রের তরফে বলা হয়েছে, প্যানিক বুকিং কিছুটা কমলেও পরিস্থিতি এখনও ‘চিন্তাজনক’ পর্যায়েই রয়েছে।

### ইরানের পরমাণু কেন্দ্রে আবার হামলা আমেরিকা-ইজরায়েলের

**তেহরান, ২১ মার্চ: নাতান্‌জ পরমাণু কেন্দ্রে আবার হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি ইরানের। এ বারও আঙুল উঠল সেই ইজরায়েল এবং আমেরিকার দিকে। ইরানের সংবাদ সংস্থা মিজানের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, শনিবার নাতান্‌জ পরমাণু কেন্দ্র লক্ষ্য করে মহুর্মুহু বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। তেহরান থেকে ২২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এই পরমাণু কেন্দ্রে আগেও হামলা চালানো হয়েছিল।**

ঘটনাচক্রে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই হামলার কয়েক ঘণ্টা আগেই ঘোষণা করেছিলেন ইরানে অভিযান গুটিয়ে নিয়ে আসার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, ‘লক্ষ্যপূরণের দিকে আমরা অনেকটাই এগিয়েছি। এ বার অভিযান গুটিয়ে নেওয়ার সময় এসেছে।’ কিন্তু ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর পরই নাতান্‌জে বোমাবর্ষণ করা হয়।

গত ২ মার্চ নাতান্‌জে হামলা চালায় আমেরিকা এবং ইজরায়েল। সেই সময় রাষ্ট্রসংঘ নিয়ন্ত্রিত পরমাণু শক্তি সংস্থা জানায়, পরমাণুকেন্দ্রের কিছু জায়গার ক্ষতি হয়েছে। তবে ক্ষতির পরিমাণ তেমন মারাত্মক নয়। নাতান্‌জ পরমাণুকেন্দ্রের প্রবেশের মুখে যে ভবনগুলি রয়েছে, সেগুলি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। অক্ষত রয়েছে মাটির নীচে থাকা পরমাণু কেন্দ্রটি। কোনও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হয়নি বলে সেই সময়ও দাবি করা হয়।

পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক সংঘাতের প্রথম সপ্তাহেই এই পরমাণু কেন্দ্রে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল আমেরিকা এবং ইজরায়েলের। উপগ্রহচিত্রে নাতান্‌জের আশেপাশের এলাকার ধ্বংসের ছবি ধরা পড়েছিল তাতে। সেই হামলার পর পরই আশঙ্কা বাড়তে শুরু করে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হচ্ছে কি না তা নিয়ে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক পরমাণু পর্যবেক্ষক সংস্থা দাবি করে, কোনও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হচ্ছে না। শনিবার আবার সেই পরমাণু কেন্দ্রে হামলা হওয়ার পর আশঙ্কা বাড়তে শুরু করায়, তেহরান জানিয়েছে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

# ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ? ট্রাইব্যুনাল আবেদনের পরামর্শ কমিশনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লে কী করবেন; এই প্রশ্নেরই স্পষ্ট রূপরেখা দিল নির্বাচন কমিশন। জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ভোটাররা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ট্রাইবুনালে আপিল জানাতে পারবেন, এবং সেই আবেদন বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবে কর্তৃপক্ষ।

কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী, অনলাইন ও অফলাইন; দুই পদ্ধতিতেই আবেদন গ্রহণ করা হবে। অনলাইনে আবেদন করতে হলে নির্দিষ্ট পোর্টালে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি জমা দিতে হবে। আবেদন জমা পড়লেই তা সংশ্লিষ্ট ট্রাইবুনালের কাছে পৌঁছে যাবে এবং শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হবে। অন্যদিকে, অফলাইন পদ্ধতিতে আবেদন জানাতে হলে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক, মহকুমাশাসক বা প্রশাসনিক দপ্তরে সরাসরি নথি জমা দিতে হবে। সেখান থেকেই আবেদন ডিজিটাল মাধ্যমে আপলোড করে ট্রাইবুনালে পাঠানো হবে। এরপর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করা হবে। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁরা যেন আতঙ্কিত না হন; আইনি পথ খোলা রয়েছে। ফলে তালিকা থেকে বাদ পড়া মানেই শেষ নয়, বরং নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিলই এখন মূল ভরসা।

# বালি কেন্দ্রে বহিরাগত প্রার্থী নিয়ে বিজেপিতে বিক্ষোভ, রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালি:** বালি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপির অন্দরে তীব্র ক্ষোভ ও বিক্ষোভের ঘটনা সামনে এসেছে। বিজেপি প্রার্থী হিসেবে সঞ্জয় সিং-এর নাম ঘোষণা হওয়ার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন দলের একাংশের স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, বালি কেন্দ্রে কোনো বহিরাগত প্রার্থী মানা হবে না, স্থানীয় কাউকেই প্রার্থী করতে হবে। শনিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ইস্যুতে বিজেপির একটি অভ্যন্তরীণ বৈঠকে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, একদল কর্মী বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এসে স্লোগান দিতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, ঘরের ছেলেকে প্রার্থী না করে বাইরে থেকে প্রার্থী আনা হয়েছে, যা মেনে নেওয়া হবে না। যদিও এই বিক্ষোভকে বিশেষ গুরুত্ব

দিতে নারাজ বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিং। তিনি জানান, এটি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং খুব দ্রুতই সমস্যা মিটে যাবে। তাঁর দাবি, শেষ পর্যন্ত দলের কর্মীরাই তাঁর হয়ে প্রচারে নামবেন। অন্যদিকে এই পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল প্রার্থী কৈলাস মিশ্র। তিনি বলেন, বিজেপির কর্মীরাই বহিরাগত প্রার্থী চাইছেন না এবং আগামী দিনে অনেক বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন। সব মিলিয়ে বালি কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

*স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় এবং দ্য ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএমএআই) এর সহযোগিতায় দুই দিনের জাতীয় জিএসটি সম্মেলন সম্প্রতি আয়োজিত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশিষ্ট অথিতিবৃন্দের উপস্থিতিতে 'বুক অফ অ্যাবস্ট্রাক্টস' আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়।*

# প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য অগ্রহণযোগ্য, শুভেন্দুর নিশানায় মমতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অনুপ্রবেশকারী বলার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার তিনি এই মন্তব্যকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেন। শুভেন্দুর মতে, কোনও ধর্মীয় মঞ্চ থেকে এই ধরনের রাজনৈতিক আক্রমণ সেই পবিত্র মঞ্চের অপব্যবহারের সামিল এবং কলকাতা খিলাফত কমিটির এই বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত। রেড রোডে আয়োজিত ইদের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে বক্তব্য রাখার পরেই এই প্রতিক্রিয়া জানান শুভেন্দু। উল্লেখ্য, ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

ভবানীপুর কেন্দ্রে নিজের নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে প্রবীণ বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, নরেন্দ্র মোদী কেবল বিজেপির নন, তিনি সমগ্র দেশের প্রধানমন্ত্রী, সে দেশের মানুষ যে ধর্মেরই হোন না কেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি এই ধরনের ভাষা প্রয়োগ অত্যন্ত নিন্দনীয়। কলকাতা খিলাফত কমিটির উচিত এর বিরুদ্ধে লিখিতভাবে আপত্তি জানানো।

তিনি আরও দাবি করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়া বইছে এবং এই প্রবণতাকে উল্টে দেওয়া এখন আর সম্ভব নয়। এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন যে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' (এসআইআর)-এর মাধ্যমে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ ছিল, এই প্রক্রিয়ায় বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার একটি বড় ষড়যন্ত্র।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**AFFIDAVIT**

I, **RANITA RAY** D/O Nihar Ranjan Ray residing at 140, Nababharati Barrackpore Road, Near Milon Mandir Nababharati, Barasat, P.O.- Nabapally, Dist.- North 24 Parganas, PIN -700126 do hereby declare vide affidavit filed In the Court of Learned Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore dated 19.03.2026 that my actual, name is RANITA RAY and it is recorded in my Aadhaar, Voter and Pan Card. After marriage, I had adopted the surname of my husband and known as RANITA RAY (MALLIK). This name has been recorded in the birth certificate of my daughter ARADHYA MALLIK who was born on 22-07-2012 at Megacity Nursing Home, vide Registration No-WB_BR_2012/ 20005/ 1/2620 Date Of Registration 03-08-2012, issued by the Barasat Municipality. After decree of divorce, I am known as RANITA RAY. RANITA RAY and RANITA RAY (MALLIK) is the same and one identical person.

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

*২১ মার্চ বিশ্ব কবিতা দিবস। সেই উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন। নাম শুধুই দেবযানী। এদিন দেবযানী বসু কুমারের কবিতা পাঠ করেন তাঁর গুণমন্ধরা। শ্রোতাদের বাড়তি পাওনা দেবযানী বসু কুমার ও দেবাশিস কুমারের যৌথ কবিতা পরিবেশন। সঙ্গে তাঁর কন্যা দেবলীনা কুমারের নাচ। গান, কবিতা, কণ্ঠ নাটক সব মিলিয়ে এক অন্যরকম সন্ধ্যা উপহার পেল কলকাতাবাসী।*

*ইদের খুশিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের শুভেচ্ছা জানাতে হাজির চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা প্রিয়াঙ্কা সাহা, উত্তর কলকাতার এসসি, এসটি সেলের সভাপতি ও প্রাক্তন পুরপিতা গোপাল সাহা সহ অন্যান্যরা।*

*কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী দিপু দাস নির্বাচনী প্রচার করছেন সেলিমপুর অঞ্চলে।*

*মানিকতলা কেন্দ্রের বামফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী সিপিআই মৌসুমী ঘোষের প্রচারাভিযান।*

# প্রিয়াঙ্কুকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারে ঝড় তুলতে চান জগদ্দলের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** জোর চর্চা চলছিল, জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রে এবারে টিকিট পেতে পারেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সহ-সভাপতি প্রিয়াঙ্গু পান্ডে। কিন্তু প্রার্থী তালিকা ঘোষণার দেখা গেল, এই কেন্দ্রে টিকিট পেলেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজেশ কুমার। এরপরেই প্রিয়াঙ্গুকে নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হল। সামাজিক মাধ্যমে কেউ কেউ লিখলেন, প্রিয়াঙ্গু নাকি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। যদিও শনিবার সেই জল্পনার অবসান ঘটল। এদিন বেলায় কাঁকিনাড়ায় প্রিয়াঙ্গু পান্ডের বাড়িতে আচমকা পৌঁছে গেলেন জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার। তিনি প্রিয়াঙ্গুর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। প্রিয়াঙ্গুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার জানান, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে দলের সক্রিয় কার্যকর্তা। উনি জগদ্দল কেন্দ্রের অত্যাচারিত কর্মীদের পাশে সবসময় দাঁড়িয়েছেন। প্রিয়াঙ্গুকে নিয়েই তিনি প্রচারে ঝড় তুলবেন। অপরদিকে প্রিয়াঙ্গু পান্ডেও জানিয়ে দিলেন, প্রার্থীর সঙ্গে তিনি প্রচারে থাকবেন। তাঁর দাবি, জগদ্দলে এবার পদ্ম

ফুটবেই। প্রিয়াঙ্গু বলেন, ৩৪ বছর সিপিএম এবং ১৫ বছর তৃণমূল এই রাজ্যটাকে পিছিয়ে দিয়েছে। জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রও উন্নয়নের নিরিখে পিছিয়ে গেছে। তাঁর সংযোজন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রে একটা পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল, উন্নত মানের কলেজ গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে শিল্পতালুক গড়া হবে।

## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ২২শে মার্চ, ৭ই চৈত্র। রবি বার। বাসন্তী দুর্গা চতুর্থী তিথি, জন্মে মেষ রাশি, অষ্টোত্তরী রবি র ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

**বৃষ রাশি :** যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

**মিথুন রাশি :** দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

**কর্কট রাশি :** অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

**সিংহ রাশি :** মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

**কন্যা রাশি :** সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

**তুলা রাশি :** সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

**বৃশ্চিক রাশি :** ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শুভ দিন।

**ধনু রাশি :** বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

**মকর রাশি :** ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

**কুম্ভ রাশি :** প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

**মীন রাশি :** প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

**(মাস্টার দা সূর্যসেন র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।**
**শ্রী শ্রী বাসন্তী দুর্গা অন্নপূর্ণা র চতুর্থী তিথি। শ্রী শ্রী গনেশ চতুর্থী।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# বরানগরে ভোটের আগে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বরানগর:** শনিবার ভোটের আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বরানগর। পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল গোপাল লাল ঠাকুর রোডে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে নামানো হয় র‍্যাফ। সংঘর্ষের জেরে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে যান চলাচল। জানা গেছে, তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পোস্টার লাগানোকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। সেই বচসা দ্রুত সংঘর্ষে পরিণত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ। তাঁকে মাইক হাতে স্লোগান দিতেও দেখা যায়। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের 'সায়ন্তিকা গো ব্যাক', 'চোর এমএলএ গো ব্যাক' স্লোগান দিতে শোনা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি বহিরাগতদের নিয়ে এসে হকি স্টিক দিয়ে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের মারধর করেছে। তাঁর দাবি, শান্ত বরানগরকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে উস্কানির অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও র‍্যাফ টহল দিচ্ছে এলাকায়।

# বাংলায় এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার: অর্জুন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** 'বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছে। বিজেপিকে ভোট দিতে মানুষ মুখিয়ে আছেন। সুতরাং বাংলায় এবার ডবল ইঞ্জিন সরকার'। শনিবার নিজের নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে জনসংযোগে বেরিয়ে এমনটাই বললেন বিজেপি প্রার্থী আর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, এই কেন্দ্রের রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। এখানে উন্নয়নের আঁচ লাগেনি। শাসকদলকে নিশানা করে তিনি বলেন, তৃণমূল দলটা ঠিক এই রকম, 'কাজের সময় কাজী, আর কাজ ফুরালেই পাজি'র মতোই। তাঁর আশ্বাস, বিজেপি ক্ষমতায় আসলে শুধু নোয়াপাড়া নয়, গোটা বাংলার চেহারা বদলে যাবে। প্রসঙ্গত, এদিন সকালে নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের নবাবগঞ্জ এলাকায় বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং জনসংযোগ করেন। এদিন বিকেলে ওই কেন্দ্রের মাতারাঙ্গী সূর্যপুর এলাকায় তিনি প্রচার সারেন।

# কার হাতে কত বকেয়া ডিএ? অঙ্কেই স্পষ্ট হচ্ছে প্রাপ্যের হিসেব

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ঘিরে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত কার হাতে কত টাকা উঠবে। সরকারি হিসাব বলছে, প্রাপ্য নির্ধারণের মূল ভিত্তি কর্মীর বেসিক বেতন এবং নির্দিষ্ট সময়ের ডিএ-র ব্যবধান। অর্থ দপ্তরের অঙ্ক অনুযায়ী, যাঁদের বেসিক প্রায় ৭ হাজার টাকা, তাঁদের ক্ষেত্রে ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত মোট বকেয়া দাঁড়াচ্ছে আনুমানিক ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪০০ টাকা। তার মধ্যে মার্চেই হাতে আসতে পারে প্রায় ৭৪ হাজার ৭০০ টাকা। একইভাবে, বেসিক ১০ হাজার টাকা হলে মোট পাওনা প্রায় ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৪০ টাকা, যার অর্ধেক প্রথম কিস্তিতে মেলার সম্ভাবনা। উচ্চ বেতনের ক্ষেত্রে অঙ্ক আরও বাড়ছে। ১৫ হাজার টাকা বেসিক থাকলে মোট বকেয়া প্রায় ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭২০ টাকা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বলে হিসাব। এই সমস্ত অঙ্ক নির্ভর করছে কেন্দ্র ও রাজ্যের ডিএ হারের দীর্ঘমেয়াদি ফারাকের উপর।

# সোনারপুরে লড়াইয়ে আত্মবিশ্বাসী রূপা গাঙ্গুলি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনারপুর:** প্রার্থী ঘোষণা হতেই ময়দানে নেমে পড়ে আত্মবিশ্বাসী সুরে বার্তা দিলেন রূপা গাঙ্গুলি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রে লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করেই তিনি রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলেছেন। কর্মী-সমর্থকদের মাঝে দাঁড়িয়ে রূপা বলেন, এবার পাণ্ডবদের জয় হবেই। তাঁর এই মন্তব্যে নির্বাচনী লড়াইকে প্রতীকী ব্যাখ্যায় তুলে ধরার ইঙ্গিত স্পষ্ট। একই সঙ্গে রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ করে তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের শাসনে দুর্নীতি মানুষের মানসিকতাকে প্রভাবিত করছে। মানুষ পরিবর্তন চাইছে। মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে তাঁর

কটাক্ষও নজর কেড়েছে। রূপার কথায়, মাননীয়া এবার চাপের মধ্যে আছেন। লড়াই করবেন ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতি তাঁর জন্য সহজ নয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই এলাকায় প্রচারযন্ত্র সক্রিয় করে ফেলেছে বিজেপি। দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত যোগাযোগকে হাতিয়ার করে জনসংযোগ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছেন রূপা নিজেও। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পরিচিত মুখ হওয়ায় তাঁর প্রার্থী পদ এই কেন্দ্রে লড়াইকে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তুলতে পারে। এখন দেখার, এই আত্মবিশ্বাস ভোটবাক্সে কতটা প্রতিফলিত হয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ মার্চ ২০২৬, ৭ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার

# ‘এবার পরিবর্তন অনিবার্য’

## কালীঘাটে পুজো দিয়ে হুঙ্কার শুভেন্দুর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ভোটের উত্তাপ ক্রমশ চড়ছে, আর সেই আবহেই ধর্মীয় আচারকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সকালে তিনি কালীঘাট মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেবীর চরণে প্রণাম জানান এবং সেখান থেকেই কার্যত নিজের নির্বাচনী প্রচারের সূচনা করেন।

সাদা পোশাকে, গলায় মালা পরে মন্দিরে পৌঁছনোর পর তাঁর চারপাশে জড়ো হন সমর্থকরা। মন্দির চত্বরে শোনা যায় ধর্মীয় স্লোগান, উপস্থিত ছিলেন সাধুসন্তরাও। পুজো-অর্চনা ও আরতির মাধ্যমে তিনি দিনের সূচনা করেন, যা ঘিরে তৈরি হয় এক বিশেষ রাজনৈতিক আবহ। মন্দিরে প্রবেশের আগে শুভেন্দু বলেন, শনিবার এসেছি কালীঘাটে। মা কালী সঙ্গে থাকবেন। পুজো শেষে আরও স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা দিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, এই রাজ্যের সীমান্ত ঘেঁষা অসংখ্য গ্রাম এখনও বঞ্চনার শিকার। আমাদের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরিচয় রক্ষার জন্য জাতীয়তাবাদী ও সনাতনী সমাজকে একজোট হতে হবে। এবার পরিবর্তন অনিবার্য। নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর; দুই কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী হওয়ায় তাঁর এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে

করছে রাজনৈতিক মহল। বিশেষত, একই দিনে ধর্মীয় আবহে এই উপস্থিতি ভোটের আগে বার্তা দেওয়ার কৌশল হিসেবেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এদিকে নন্দীগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হয়েছে। তৃণমূলের প্রার্থী পবিত্র কর, যিনি একসময় শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন, এখন তাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামায় রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ফলে ভবানীপুরের পাশাপাশি নন্দীগ্রামও এবার নজরকাড়া কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রার্থী ঘোষণার পরই ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া এলাকায় জনসংযোগে যান শুভেন্দু। সেখানে তাঁকে ঘিরে ‘গো-ব্যাক’ স্লোগান ওঠে। পালটা স্লোগান দিতে থাকেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা।

# ভোটে ফল আনতে পারলেই আগামীদিনে অগ্রাধিকার

## কাউন্সিলরদের কড়া বার্তা তৃণমূলের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বিধানসভা ভোটের আবহে সংগঠনকে আরও মজবুত করতে এবার সরাসরি কর্মক্ষমতার উপর জোর দিল তৃণমূল নেতৃত্ব। দলীয় অন্দরে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই নির্বাচনে প্রত্যেক কাউন্সিলরের কাজই হবে তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের নির্ণায়ক।

দলীয় সূত্রের দাবি, শীর্ষ নেতৃত্ব অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা দিয়েছেন, এই ভোটে যাঁরা ফল এনে দিতে পারবেন, তাঁরাই আগামী দিনে অগ্রাধিকার পাবেন। বুথভিত্তিক ফলাফল, প্রচারের তৎপরতা এবং এলাকায় সংগঠনের সক্রিয়তা; সব কিছুই খুঁটিয়ে মূল্যায়ন করা হবে।

কলকাতা-সহ একাধিক জেলায় ইতিমধ্যেই প্রার্থী ও কাউন্সিলরদের যৌথ বৈঠকে এই নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, প্রচারে কোনও শিথিলতা চলবে না, প্রত্যেককে সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নামতে হবে। আরও জানানো হয়েছে, কোন ওয়ার্ডে কত লিড আসছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি হবে। দলীয় মহলের মতে, আসন্ন পুরসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই কঠোর অবস্থান। এক নেতা সরাসরি বলেন, যাঁরা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন, তাঁরাই ভবিষ্যতে টিকিটের দৌড়ে এগিয়ে থাকবেন। ফলে বিধানসভা ভোট এখন শুধু প্রার্থী নয়, কাউন্সিলরদের কাছেও কার্যত ‘লিটমাস টেস্ট’ হয়ে উঠেছে।

উল্লেখ্য, রবিবার থেকে প্রচার শুরু করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। রবিবার সন্ধ্যায় চেতলায় কর্মিসভার মধ্যে দিয়ে মেগা প্রস্তুতি শুরু করছেন তিনি। আজ নির্বাচনী রণকৌশল স্থির হওয়ার পাশাপাশি ভবানীপুরের প্রচার কৌশল নিয়ে দিশা দিতে পারেন ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও কিছুদিন আগে প্রচার কৌশল একপ্রকার ঠিক করে দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। জোর দেওয়া হয়েছে দুয়ারে জনসংযোগে। প্রয়োজনে এক বাড়িতে বার বার যাওয়ার কথা বলা হয়েছে কর্মীদের।

# ‘হিন্দুস্তান কারও বাবার নয়’, রেড রোড থেকে বার্তা অভিষেকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতার রেড রোডে ইদের নামাজের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে তাঁর বক্তব্যে উঠে এল দেশ, নাগরিকত্ব এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে স্পষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান। বক্তৃতার শুরুতেই রাষ্ট্রের মালিকানা নিয়ে তীব্র বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, যে কোনও সরকারই নির্বাচিত হয়ে আসুক না কেন, দেশ চালানোর জন্য তাঁরা ভাড়াটেই হয়, তাঁরা মালিক নয়। সবার রক্ত এই মাটিতে মিশে আছে-হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিষ্টান। সবার রক্ত এই মাটিতে

মিশে আছে, হিন্দুস্তান তো আর কারও বাবার নয়! নাগরিকত্ব ও নাম বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তিনি বলেন, যাঁরা নাম কেটে দিয়ে, গৃহহীন করে, এই দেশ থেকে ধাক্কা মেরে বের করে দেওয়ার কথা ভাবছে, তাঁদের গলা কাটা গেলেও বাংলা মাথা নোয়াবে না । ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধেও সরব হয়ে তাঁর মন্তব্য, গোটা দেশ হিন্দুস্তান আজ বিপদে আছে ।

বাংলার বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য তুলে ধরে অভিষেক স্পষ্ট করেন, বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত থাকবে। তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত স্পষ্ট; নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হতে চলেছে, এবং সেই লড়াইয়ে আপসের কোনও জায়গা রাখছে না তৃণমূল নেতৃত্ব।

# ডিএ নিয়ে ফের আইনি লড়াই হাইকোর্টে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ-কে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের অসন্তোষ এবার নতুন করে আদালতের দোরগোড়ায় পৌঁছল। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে ‘ইউনিটি ফোরাম’ নামে একটি সংগঠন। আবেদনকারীদের মূল বক্তব্য, কেন্দ্রীয় কর্মীদের তুলনায় রাজ্যের কর্মীরা এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে কম ডিএ পাচ্ছেন। মামলাকারীদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের তুলনায় আমরা এখনও প্রায় ৪০ শতাংশ কম ডিএ পাচ্ছি। এই বৈষম্য দূর করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁদের আরও বক্তব্য, ডিএ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় মূল্যসূচক বা এআইসিপিআই মেনে চলার যে নীতি, তা বাস্তবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

উল্লেখযোগ্যভাবে, পূর্ববর্তী একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে ভবিষ্যতের ডিএ নির্ধারণে এই মূল্যসূচক অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু সেই নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়নি বলেই অভিযোগ উঠছে। সেই প্রেক্ষিতেই ষষ্ঠ বেতন কমিশনের ক্ষেত্রেও একই নীতির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আগামী ৬ এপ্রিল। ফলে ডিএ-সংক্রান্ত এই নতুন আইনি পদক্ষেপ রাজ্য সরকারি কর্মীদের আন্দোলনে আরও গতি আনতে পারে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

বরানগরের প্রচারাভিযানে তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

# ধর্না মঞ্চে অপমানিত! তৃণমূল ছাড়লেন নোয়াপাড়ার তিনবারের বিধায়িকা মঞ্জু বসু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** ধর্না মঞ্চে অপমানিত হয়ে অবশেষে তৃণমূল ছাড়লেন নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তিনবারের বিধায়িকা মঞ্জু বসু। প্রসঙ্গত, এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতায় তৃণমূলের ধর্না মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন মঞ্জু বসু। সেই মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রণাম করতে গিয়ে তিনি অপমানিত বোধ করেছিলেন। এমনকী ২০২৬ সালের নির্বাচনে তিনি টিকিটও পাননি। তাই অভিমানে দল ছাড়লেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের তিনবারের বিধায়িকা মঞ্জু বসু। প্রসঙ্গত, ২০০১, ২০১১ ও ২০২১ সালের তিনি নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু দলের সর্বময় নেত্রীর কাছে অপমানিত হয়েই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন। শনিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানালেন। এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে জানালেন, একটা সময় দলের সর্বময় নেত্রী হাত ধরে তাঁকে দলে টেনেছিলেন। যদিও তিনি রাজনৈতিক জগতের মানুষ ছিলেন না। পরবর্তীকালে তিনিই আবার দল থেকে বিতাড়িত করলেন। তাঁর সাফ বক্তব্য, এই অপমান সহ্য করে তৃণমূলে থাকা সম্ভব নয়। মঞ্জু বসু জানান, দলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। উনি অনুরোধ করেছেন প্রার্থীর হয়ে কাজ করতে। তাঁর কথায়, দলে যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তখন দলের হয়ে কাজ করার কোনও প্রশ্নই নেই। সংবাদমাধ্যমের কাছে এদিন তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন, তিনি আর রাজনীতি করবেন না। তাঁর অভিযোগ, ভোট আসলেই বিকাশ বসুকে তৃণমূলের মনে পড়ে। ভোট প্রচারে তাঁকে হাতিয়ার করা হয়।

# রাজ্যপালের আমন্ত্রণে লোকভবনে মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শনিবার রাজ্যপালের আমন্ত্রণে লোকভবনের চা-চক্রে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকভবনে গাড়ি থেকে নেমেই সাংবাদিকদের জানান, এটি কোনও রাজনৈতিক বৈঠক নয়, বরং নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ। সম্প্রতি বাংলায় রাজ্যপাল পদে পরিবর্তন হয়েছে। প্রাক্তন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের আচমকাই পদত্যাগ করার পর, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আর এন রবি। গত ১২ মার্চ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলার সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন তিনি। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সেই সময় তিনি নতুন রাজ্যপালকে বলছিলেন, ‘যাঁরা বাংলাকে ভালোবাসেন, বাংলাও তাঁদের ভালোবাসে।’ এছাড়াও রাজ্যপালের স্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন তিনি। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীকে লোকভবনে সান্ধ্য চা-চক্রে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান রাজ্যপাল আর এন রবি।

# পরিবর্তন চাইছে বাংলা, দাবি শমীক ভট্টাচার্যের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সল্টলেকের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ধর্মীয় মৌলবাদ, বিভাজনের রাজনীতি এবং এক সম্প্রদায়কে অন্যের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার রাজনীতি থেকে মুক্তি চাইছে।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যার চরিত্র বদলের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর অভিযোগ, রাজ্যকে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও জনসংখ্যা পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ

করে তিনি বলেন, একটি ধর্মীয় সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা নিয়ে মানুষ নতুন করে ভাবছে।

বিদেশনীতি প্রসঙ্গে শমীকের বক্তব্য, ভারতের কূটনীতি সব সময় সর্বদলীয় ঐকমত্যে পরিচালিত হয়েছে, সেই প্রথা ভাঙা উচিত নয়। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন, অনুপ্রবেশ ও নিরাপত্তা ইস্যুতে কোনও আপস হবে না। ‘ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট’ নীতিতেই অটল বিজেপি।

বৈঠকে উপস্থিত রাহুল সিনহা জানান, দুর্নীতির ঘটনায় একের পর এক গ্রেপ্তার প্রমাণ করছে জবাবদিহির ঘাটতি ছিল। তাঁর দাবি, স্বচ্ছভাবে ভোটার তালিকা সংশোধন হলে রাজ্যের রাজনৈতিক ছবিই বদলে যাবে। সব মিলিয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের দাবি, আসন্ন নির্বাচনে পরিবর্তনের বার্তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইদে খুদেদের আনন্দ। রেড রোডে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

# মুরগির দামের আগুনে জ্বলছে শহরের বাজার, হতাশ মধ্যবিত্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যতালিকায় বড়সড় ধাক্কা। কয়েক দিনের ব্যবধানে শহর ও শহরতলির বাজারে মুরগির মাংসের দাম হু হু করে বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, মধ্যবিত্তের রান্নাঘরেও এখন হিসেব কষে কেনাকাটা করতে হচ্ছে।

কলকাতার বিভিন্ন বাজারে চিকেনের দাম ২৮০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও, সল্টলেকের কিছু বাজারে শনিবার তা কেজি প্রতি ৩০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বেলেঘাটার বাজারে মাংস বিক্রেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, পাইকারি বাজার থেকেই বাড়তি দামে মুরগি কিনতে হচ্ছে। বাধ্য হয়েই বেশি দামে বিক্রি করছি, নইলে ব্যবসা চালানো মুশকিল। একই ছবি গড়িয়াহাটেও। সেখানে বিক্রেতা সঞ্জয় সাহার কথায়, প্রতিদিন দামের পরিবর্তন হচ্ছে। সকাল আর বিকেলের দামে ফারাক থাকছে।

অন্যদিকে, ক্রেতাদের মধ্যে বাড়ছে অসন্তোষ। কাঁকুড়গাছির বাসিন্দা সুদীপ ঘোষ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এক সপ্তাহ আগেও যে দামে মাংস কিনেছি, এখন তার থেকে অনেক বেশি দিতে হচ্ছে। এইভাবে চললে সাধারণ মানুষের পক্ষে কেনা কঠিন হয়ে যাবে। শ্যামবাজারের গৃহবধূ মিতা দাসের বক্তব্য, মাছ-মাংস সবই এখন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। পোল্ট্রি শিল্পের সঙ্গে যুক্তদের মতে, উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া এবং সরবরাহে টান পড়াই এই মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ। বাজারের এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা কবে নিয়ন্ত্রণে আসবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।

# ভোট এলেই রঙে জেগে ওঠে শহর, রাতভর দেওয়ালে গল্প লেখেন শিল্পীরা

**রাজীব মুখোপাধ্যায়**

রাত তখন প্রায় ২টো। উত্তর কলকাতার সরু গলিতে কুয়াশা মেশানো আলো। সদ্য চুনকাম করা সাদা দেওয়ালে প্রথমে পেনসিলের হালকা দাগ, তারপর ধীরে ধীরে রঙের বিস্তার; কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উঠে আসে নাম, প্রতীক, স্লোগান। ভোরে পথচলতি মানুষ বুঝতেই পারেন না, এই বদলের পেছনে কতখানি শ্রম লুকিয়ে। মানিকতলার প্রদীপ নস্কর এই কাজ করছেন পঁচিশ বছর। হাতে তুলি থামিয়ে বললেন, আগে একটা দেওয়াল শেষ করতে রাত কেটে যেত, এখন সময় কম। দলগুলো দ্রুত কাজ চায়। কিন্তু স্টাইল বদলাইনি; ওটাই আমাদের পরিচয়।

বেলেঘাটার সুশান্ত পাল সারা বছর দোকানের বোর্ড লেখেন। ভোট এলেই তাঁর ফোন থামে না। তাঁর কথায়, একটা মাঝারি সাইজের দেওয়াল লিখতে এখন ১৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা পাই। যদি মুখ বা কার্টুন থাকে, তখন ৬-৮ হাজারও হয়ে যায়। এই সময়টাই সারা বছরের ভরসা। টালিগঞ্জের রাজীব নস্কর আবার অন্য ধাঁচে কাজ করেন। তাঁর তুলি রাজনৈতিক প্রচারকে প্রায় পোস্টার-আর্টে পরিণত করে। তিনি বলেন, শুধু লেখা নয়, এখন ভিজ্যুয়াল ইমপ্যাক্ট চাইছে দলগুলো। লোক যেন থেমে দেখে, ছবি তোলে; সেই ভাবনা নিয়ে আঁকি।

চেতলার মিঠুন মণ্ডল দল বেঁধে কাজ করেন। পাঁচ-ছয় জনের টিম নিয়ে রাতভর ঘোরেন এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়। তাঁর

অভিজ্ঞতা, একেকটা রাতে তিনটে বড় দেওয়াল শেষ করতে হয়। শরীর ভেঙে যায়, কিন্তু কাজ না করলে সুযোগ হাতছাড়া। সোদপুরের রফিকুল শেখের কাছে এই সময়টা যেন উৎসবের মতো। তিনি সোজাসাপটা বলেন, সারা বছর যা পাই না, এই দেড় মাসে সেটা উঠে আসে। কিন্তু টাকাটা সহজে আসে না; ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই।

নতুন প্রজন্মও ঢুকছে এই পেশায়। হাতিবাগানের অমিত পাল মোবাইলে ডিজাইন দেখে কাজ করেন। তাঁর কথায়, এখন দেওয়াল মানেই শুধু লেখা নয়, একটা সম্পূর্ণ লুক। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াবে; সেই ভাবনাও থাকে। তবু পুরনো দিনের টান ছাড়তে পারেন না প্রবীণরা। কলেজ স্ট্রিটের অমল দে স্মৃতিতে ফিরলেন, একসময় দেওয়ালের সামনে ভিড় জমত। মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ত। এখন সেই দৃশ্য কমেছে, কিন্তু রঙের গন্ধ এখনও একই রকম। ডিজিটাল প্রচারের দাপটে এই শিল্প অনেকটাই কোণঠাসা। তবু ভোট এলেই শহরের দেওয়াল আবার হয়ে ওঠে ক্যানভাস। রাতের অন্ধকারে, নিঃশব্দে; এই শিল্পীরাই রঙে রঙে লিখে দেন রাজনীতির দৃশ্যমান ইতিহাস।

# প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে ফের সল্টলেকে বিজেপি দপ্তরে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** শুক্রবারের পর শনিবার আবারও প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সল্টলেকের বিজেপি রাজ্য দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন বজবজ বিধানসভার বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে অসন্তোষের জেরে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো এই বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বজবজ সহ একাধিক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আসা কর্মী-সমর্থকরা প্রার্থী বদলের দাবিতে সরব হন এবং রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, যাঁদের এলাকায় কোনও জনসংযোগ বা সংগঠনের কাজ ছিল না, তাঁদেরই প্রার্থী করা হয়েছে। এতে দলের কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। অবিলম্বে প্রার্থী পরিবর্তন না করলে আন্দোলন আরও বড় আকার নেবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিনিধি সুনীল বনসলের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। এদিন শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতেও নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়। যদিও এই পুরো বিষয় নিয়ে এখনও পর্যন্ত বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের একাধিক কেন্দ্রে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, আর সেই অসন্তোষই এবার প্রকাশ্যে বিক্ষোভে রূপ নিচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত।

## সম্পাদকীয়

# স্বামীদেরও এবার করতে হবে ঘরের কাজ, সুপ্রিম নির্দেশে শুরু নয়া বিতর্ক

বিবাহিত পুরুষদের জীবন থেকে সুখের যেটুকু ছিঁটেফোঁটা ছিল এবার তাও যেতে বসেছে। সৌজন্যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এক বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, এবার থেকে ঘরের কাজে স্ত্রীদের সঙ্গে স্বামীদেরও সমান তালে হাত লাগাতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি বিক্রম নাথের ডিভিশন বেঞ্চ এই পরামর্শ দিয়েছে। এই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সন্দীপ মেহতা মামলাকারী স্বামীকে কার্যত ধমকেও দেন। বলেন, আপনি কোনও পরিচারিকাকে বিয়ে করেননি। করেছেন জীবনসঙ্গীকে। যুগ যে বদলে গিয়েছে সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে বিচারপতি বিক্রম নাথ বলেন, স্বামীকেও রান্নাবান্না, ঘরঝাড়া, মোছার মতো কাজে স্ত্রীয়ের সঙ্গে সমান তালে হাত লাগাতে হবে। এই সময়টা আলাদা। সুপ্রিম কোর্টের এই পরামর্শ নিয়ে আপাতত দেশব্যাপী বিতর্ক শুরু হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বিতর্ক তুঙ্গে। অনেকেই বলছেন, জীবন থেকে শান্তি তো আগেই গিয়েছিল, এবার সুখটাও গেল। সাংসারিক জীবনে অনেক স্বামীই ঘরের কাজে স্ত্রীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সমান তালে কাজ করেন। অনেকে তো ঘরদোরের কাজে স্ত্রীদের যখন তখন ১০ গোল দিতে পারেন। সেটা আলাদা বিষয়। এবার সুপ্রিম কোর্ট বলাতে গোটা বিষয়টি অন্যমাত্রা পেয়ে গিয়েছে। তবে আদালতের একটি কথা ঠিক। সময়টা বদলেছে। এখন অনেক স্ত্রীরাই স্বামীর সঙ্গে সমানতালে রোজগার করছেন। চাকরি ছাড়াও অনেকে ব্যবসাও করছেন। সমাজ যে এগিয়েছে তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু বাস্তবটা হচ্ছে, বেশিরভাগ সংসারেই স্ত্রীদের রোজগারের কোনও ভূমিকা নেই। মেয়েরা রোজগারের টাকা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের মতো খরচ করেন। যেখানে স্বামীদের মতামত খুব একটা থাকে না। না, তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। তবে বেশিরভাগই এই অবস্থা। এর মধ্যে আদালতের এই ধরনের মন্তব্য এই বিতর্ককে আরও উসকে দেবে। আসলে সংসার চলে পারস্পরিক সহযেগিতায়। সেটা থাকলেই হল, সেখানে কে কোন কাজ করল, কতটা করল, সেটা পুরোপুরি গৌণ। এটা মাথায় থাকলেই মঙ্গল।

## শব্দছক ১০৭

রবি দাস



**পাশাপাশি:** ১. আবির্ভাব ৩. মমত্ব ৫. রঞ্জনকৃত ৬. শ্রীরামের এক পুত্র ৮. মোলায়েম ১০. দীপ্তি ১২. সরোবরে অবস্থিত ১৪. দনুর পুত্রকে হত্যা ১৬. অশ্ববল্গা ১৭. অগ্নি ১৯. কুমীর ২১. পুরুষমানুষ ২২. মৃদুমন্দ বাতাস ২৩. ডানাঅলা পোকা

**ওপর-নিচ:** ১. অর্পন ২. লজ্জা ৩. মতের অসাযুজ্য ৪. সঙ্গীতে বাদনের বাঁধা ছন্দ ৭. বাইরে অবস্থিত ৯. মুখ ১১. মনের প্রকাশ ১২. সর্বদা ১৩. ধোপা ১৪. ঋণ ১৫. শূয়োর ১৭. বৃক্ষ ১৮. ফুল শুকানো গরমমশলার এক পদ ২০. অবস্থানের ধারাবাহিকতা

**সমাধান ১০৬ — পাশাপাশি:** ১. মশা ২. দশম ৫. নাইয়া ৬. গর্ব ৭. ভাদু ৯. বনবিদারি ১১. বইপড়া ১৩. প্রশমিত ১৬. অপকারিতা ১৮. তালা ১৯. জল ২০. রম্ভা ২১. বাসক ২১. ছল
**ওপর-নিচ :** ১. মনোভাব ২. দইবড়া ৩. শয়ান ৪. শর্বরি ৬. গদা ৮. দুই ১০. বিনাশ ১২. পলকা ১৩. প্রতারক ১৪. মিতা ১৫. তলাতল ১৬. অজস্মা ১৭. পল

## আজকের দিন

■ **১৯৯৩ —** ইন্টেল প্রথম পেন্টিয়াম চিপ সরবরাহ করে।
**১৯৯৭ —** ১৪ বছর বয়সী তারা লিপিনস্কি সর্বকনিষ্ঠ মহিলা ফিগার স্কেটিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন।
**২০১৯ —** রবার্ট মুলার ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচন তদন্তের বিষয়ে তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেন।



## জন্মদিন



**১৯১৮** *বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারের জন্মদিন।*
**১৯৮৮** *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আদিত্য শীলের জন্মদিন।*
**২০০০** *বিশিষ্ট টেবিল টেনিস খেলোয়াড় নয়না জয়সওয়ালের জন্মদিন।*

অমিয়ভূষণ মজুমদার

# যে কবি শূকরের মাংসে সমুদ্রের স্বাদ অনুভব করেছেন!

**স্বপনকুমার মণ্ডল**




বাংলায় কবিতাময় জীবনের কবি বলতে একলহমায় যার কথা মনে আসে তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর জীবনটাই কবিতায় মোড়া। জীবনের সঙ্গে কবিতার অন্বয়কে তাঁর মতো করে কেউ আর যাপন করেননি। সুভাষের পরে সেপথে হেঁটেছেন বিনয় মজুমদার। তবে সুভাষ ও বিনয়ের কবিতাজীবন অনেকবেশি প্রকাশমুখর। অস্তিত্বের সংকট তাঁদের কোনওদিনই নির্বাহ করতে হয়নি। শুধু তাই নয়, আবেদনক্ষম প্রকৃতিতে তাঁরা মিথে পরিণত হয়েছেন। অন্যদিকে আজীবন নীরবতার সাধনা করে কবিতায় যাপিত জীবনের বনেদি আভিজাত্যে যিনি বাংলায় স্বরচিত বৃত্তে অনন্য নিদর্শন প্রতিস্থাপন করে গিয়েছেন, তিনি বিনয় মজুমদারের সমকালের কবি উৎপলকুমার বসু (০৩.০৮.১৯৩৭-০৩.১০.২০১৫)। বিনয়ের 'ফিরে এসো, চাকা'র (১৯৬২) মতো তাঁর ক্ষীণতনুর 'পুরী সিরিজ' (১৯৬৪) কাব্যটি তরুণ কবিদের প্রভাবিত করে এসেছে। অথচ তারপরেও কবির স্বরচিত জীবনের অভিমুখ প্রতিকূলতার উজান বেয়ে একদিকে যেমন স্বকীয় বৃত্তে অবিচল ছিল, অন্যদিকে তেমনই তাঁর কবিতার নীরব সাধনা সক্রিয় রেখেছিল আজীবন। আর সেই সক্রিয়তায় উৎপলকুমার বসু যেভাবে তাঁর কবিমানসকে কবিতার দর্পণে প্রতিবিম্বিত করেছেন, তাতেই তাঁর অতলশায়ী নিমগ্নতা সংবেদনশীল পাঠকমানসকে সচকিত করে তুলেছে। তাঁর কবিজীবনের বনেদি পরিসরে পরিবর্ধিত কবিদের অভিজাত উজ্জ্বল উপস্থিতির পাশে তিনি ক্রমশ স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছেন। সেক্ষেত্রে আনন্দ-রবীন্দ্র-অকাদেমি'র মতো অভিজাত সাহিত্য পুরস্কারও তাঁকে আভিজাত্যের সোপানে আবেদনক্ষম করে তুলতে পারেনি। অথচ তাতে তাঁর নীরবতাই বুঝিয়ে দেয় তিনি এসবের কত ঊর্ধ্বে। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রচারবিমুখ আত্মকেন্দ্রিক কবিজনোচিত ব্যক্তিত্বের ঋজুতা তাঁকে যেভাবে অন্তরালে রেখেছে, তাতে শুধু প্রকাশের আলোর বিপ্রতীপে ছায়ার কায়াই সমৃদ্ধি লাভ করেনি, সেইসঙ্গে বৃহতের হাতছানিকে উপেক্ষা করার সৎসাহসও সেক্ষেত্রে স্মরণীয় মনে হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, উৎপলের কাব্যজীবনের বনেদি পরিসর বাংলা সাহিত্যে যেভাবে উচ্চকিত, তাতেও তাঁর নাম আভিজাত্য লাভ করেনি। এজন্য অবশ্য তাঁর কাব্যজীবন থেকে সুদীর্ঘকাল অনুপস্থিতিকে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। কেননা সেই জীবনে ফিরে এলেও তিনি স্বরচিত বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আসেননি। শুধু তাই নয়, অতীতের কাব্যজীবনের বনেদিয়ানা নিয়ে তাঁর মধ্যে অতৃপ্তিবোধে তাড়িত হয়ে কোনওরকম বিকারের শিকার লক্ষ করা যায় না। অন্যদিকে কবি উৎপলের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁর কবিজীবনের সংযোগ অত্যন্ত নিবিড়। শুধু তাই নয়, সেখানে তাঁর জীবনবোধে কবিতার স্বচ্ছন্দ চলনে যেরূপ সক্রিয়তা বর্তমান, তাও সততার বিরল নিদর্শন হয়ে রয়েছে। দিনহাটা হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে উৎপল প্রথমে স্কটিশচার্চ কলেজে এবং পরে আশুতোষ কলেজে পড়াশোনা করেন। জিওলজিতে এম.এস.সি করে যোগমায়া দেবী কলেজে তরুণ অধ্যাপকের আসনে সমাসীন হয়ে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন অচিরেই প্রনষ্ট হয়। অন্যদিকে পঞ্চাশের দশকে তাঁর কবিজীবন শুরু হয়েছিল। ১৯৫৬-তে তাঁর প্রথম কাব্য 'চৈত্রে রচিত কবিতা' প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে বছরতিনেক পূর্বে (১৯৫৩) 'কৃত্তিবাস'-এর দলে তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'কৃত্তিবাসের এক বছর'-এ তরুণ কবির স্বকীয়তাকে তুলে ধরেছেন 'প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত এবং উৎপলকুমার বসুর কাব্যক্ষেত্রে পদপাতের সূচনাতেই কবিত্বের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেলাম। উৎপল বসুর এ সংখ্যার কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি।' সেক্ষেত্রে উৎপলের কবিজীবনে কৃত্তিবাসী তারুণ্য তাঁকে যেমন প্রদীপ্ত করেছিল, সময়ান্তরে তেমনই তাঁর স্বকীয় কবিপ্রতিভার স্বতন্ত্র বিহারেও সক্রিয়তা এনেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কৃত্তিবাসী দলে ক্ষমতার চাপা দ্বন্দ্বও সেক্ষেত্রে উৎপলের ক্ষেত্রান্তরে অস্বাভাবিক মনে হয় না।

ষাটের দোরগোড়ায় আমেরিকার 'বিটনিক' আন্দোলনের সবচেয়ে বড় কবি অ্যালেন গিনস্বার্গ কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে উৎপলের সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন। সেইসূত্রে ১৯৬২-তে বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্বঘোষিত সাহিত্য আন্দোলন হাংরি জেনারেশনের দলে ভিড়ে তিনি কবিতাও লেখেন। সেই হাংরি-বুলেটিনে উৎপলের কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর কলেজের চাকরিটি চলে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৪-র সেপ্টেম্বরে হাংরি আন্দোলনকারীদের অশ্লীলতার অভিযোগে পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়েছিল। এতে উৎপলও গ্রেফতার হয়েছিলেন (অবশ্য অন্য মতে অভিযুক্ত হলেও গ্রেপ্তার হননি। প্রসঙ্গ সূত্র 'চন্দ্রগ্রহণ' পত্রিকা, শারদ ১৪২০) এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর পাশে না দাঁড়িয়ে উল্টে অন্যায়ভাবে তাঁর মাইনে কেটে সাসপেন্ড করে। অথচ তারপরেও কবি তাঁর কবিতাকে পরিত্যাগ করেননি। বরং তাকে মর্মসহচরী করে নেন আজীবন। বাষট্টি থেকে চৌষট্টি পর্যন্ত লেখা কবিতা থেকে বাছাই করে 'পুরী সিরিজ' (১৯৬৪) কাব্য প্রকাশ করার পর পার্টটাইম জব নিয়ে বিদেশে চলে যান। 'কৃত্তিবাস'-এর উত্তুঙ্গ পরিসরে এই ভাবে চলে যাওয়াটাকে উৎপলের প্রতিকূল জনপ্রিয়তার আধার বলে অনেকের মনে হতে পারে। আদতে তা কিন্তু নয়। তাছাড়া 'কৃত্তিবাস'-এর মধ্যেও তাঁর স্থিরতা তৈরি হয়নি। তাঁর কাব্যিক উচ্চারণ 'বোবা ও বধির আমি, এই রাত্রির মতো, ঐ বাদুড়ের মতো, ঐ কামঠের মতো আমি। গতিময় অথচ নিশ্চল।' এই স্ববিরোধিতা থেকে উৎপলের স্বকীয় সত্তা তাঁর 'পুরী সিরিজ'-এ যে অবকাশ পেয়েছিল, তাতেই তিনি বাকি জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্য 'পুরী সিরিজ'-এর শেষ কবিতায় তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার সোপানে যেভাবে খেদোক্তি উঠে আসে, তা একান্ত অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে, 'তোমার ব্যক্তিগত বসন্তদিনের চটি হারিয়েছ বাদামপাহাড়ে।/আমার ব্যক্তিগত লিখনভঙ্গিমা আমি হারিয়েছি বাদামপাহাড়ে।'

স্বাধীনতা-উত্তর পরিসরে দেশগঠনের আবহে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চাশ থেকে তেষট্টির কলকারখানা থেকে বাঁধনির্মাণের কল্যাণকামী উন্নয়নের ধারায় স্নাত উৎপলের কবিতায় সাংকেতিক ও রূপকের অস্পষ্টতায় অর্থহীনতার মোড়কটিও তাঁর কাব্যিক ব্যঞ্জনায় ভাষারূপ লাভে আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। তার সেই সার্থক রূপায়ণ তাঁর 'পুরী সিরিজ'। এজন্য প্রায় একযুগ পরে দেশে ফিরে যে-কবিতাগুলি 'পুরী সিরিজ'-এর বাইরে থেকে গিয়েছিল, সেগুলি দিয়ে সেটির পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ 'আবার পুরী সিরিজ (১৯৭৮) বের করেন। সেক্ষেত্রে তাঁর কাব্যচর্চায় নূতনের আবাহনের চেয়ে 'বাদাম পাহাড়ে' হৃত 'লিখনভঙ্গিমা'য় ফিরে দেখার প্রয়াস বর্তমান। আসলে উৎপলের সেই স্মৃতিই তাঁর কবিতাযাপনের পরিসরে মূলধন হয়ে ওঠে। সেখানে সময়ান্তরে কাব্যের প্রকাশ যেমন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তেমনই তাতে তাঁর যাপনের সঙ্গে কবিতার অন্বয় নিবিড়তা লাভ করে। প্রকাশিত হয় অসংখ্য কাব্য। যেমন, 'লোচনদাস কারিগর' (১৯৮২), 'খণ্ডবৈচিত্র্যের দিন' (১৯৮৬), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৯১), 'কহবতীর নাচ' (১৯৯৬), নাইট স্কুল' (১৯৯৮), 'তুমি আমার চিন্তামণি', 'মীনযুদ্ধ', 'বক্সিগঞ্জে পদ্মাপাড়ে', 'জন্মদাতা', 'যোসেফ', 'সুখদুঃখের সাথী', 'পিয়া মন ভাবে' (২০১১) প্রভৃতি। একটি গল্পগ্রন্থ 'নরখাদক' (১৯৭০), একটি মুক্ত গদ্যগ্রন্থ 'ধূসর আতাগাছ' (১৯৯৪) ও একটি অনুবাদগ্রন্থ 'সাফোর কবিতা'ও তাঁর বেরিয়েছে। কিন্তু কবিতার সংবেদী ক্ষেত্রই যে উৎপলের অন্বিষ্ট, তা সহজেই অনুমেয়। শুধু তাই নয়, তাতে তাঁর জীবন প্রতিমায়িত হয়েছে, তাও তিনি অকপটে জানিয়ে দিয়েছেন। 'কবিতাসংগ্রহ'-এর ভূমিকায় উৎপল লিখেছেন 'বহুকাল স্থানে-অস্থানে ঘুরেছি। রইল ভেবে কিছু তুলে রাখা সম্ভব হয়নি। যা আছে, শেষ পর্যন্ত, তা হল স্মৃতি। তা-ও ঠুনকো। কেননা সে শুধু প্রতিফলন-মাত্র। আশা বা আকাঙ্ক্ষা ব'লে অন্য এক ধরনের মনোভাবের সঙ্গেও আমার মুখচেনা আছে। এদের নিয়ে এই সব অস্থাবর, অনিশ্চিত, মেঘ ও বালুচরের খেলা নিয়ে---আমার ছুটোছুটি। আমার কবিতা।'

আসলে উৎপল তাঁর স্মৃতিকে উপজীব্য করে হৃত 'লিখনভঙ্গিমা 'কে পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়ে কবিতাযাপনে সামিল হয়েছিলেন। সেদিক থেকে তাঁর জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি নিয়ে সেভাবে উচ্চবাচ্য না করলেও তা যে তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে, সেবিষয়টি কবিতার চারণভূমিতেই তা সময়ে সময়ে উঠে এসেছে। সংবেদী কবিচিত্তে তাঁর অস্বস্তির ছায়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। যেমন, 'প্রতিচ্ছবি' কবিতা ('সুইনহো স্ট্রীট', বসন্ত সংখ্যা ২০০৮) কবিচিত্তের অস্বস্তিবোধ পাঠকমনকে সচকিত করে তোলে 'কম ধুরন্ধর নয়, কদাচিৎ সত্য বলে, একদিন বোঝা-পড়া হয়ে যাবে, /আমার ধৈর্যের সীমা নাই, সহ্যের সীমা নাই, এই তো সেদিন/কাচের দোকানে ঢুকে দেখি সে-ও আয়নায় আমাকে দেখছে---/দোকানী অবশ্য বলে, হায় প্রভু, ও তো আপনার নিজেরই ছায়া।' অথচ উৎপলের কবিসত্তায় প্রকাশের সত্যই তাঁকে প্রণোদিত করেছিল, তা তিনি কবিতায় মেলে ধরেছেন।

সেখানে তাঁর অন্য পরিচয়ে নয়, গাছের ন্যায় প্রকাশক্ষম হতে চেয়েছিলেন কবি। 'পরিব্রাজক' কবিতায় ('আজকাল, শারদ সংখ্যা ১৪১৫) তারই বার্তা বিঘোষিত হয়েছে। 'দেখেছি গোক্ষুর সাপ।/ সেসময় আমি এক বৃক্ষের ছদ্মবেশে/পশ্চিম বাংলায়, বিহারের দূর দূর গ্রামে/দৌড়ে চলেছি।/আমাকে দেখলেই লোকে নানান ফুলের নামে/চিহ্নিত করে থাকে--- যদিও সেসব ফুল আমি নই, /ফুলগাছও নই---অথচ প্রাকৃত এই ছদ্মবেশীকে ঘিরে/সুরু হয় রথমেলা, স্নানযাত্রা, তৃণভোজ।/.../ গাছ শুধু ঘুরে বেড়াতেই চায়, গল্প বলে/গোক্ষুর সাপের।' অন্যদিকে উৎপলের কবিচেতনায় জড়বাদী আধুনিক উন্নয়নের রিক্ততাবোধ তাঁকে পীড়িত করেছিল। যেখানে উন্নয়নের সোপানে মননের বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রকট করে তোলে, সেখানে তাঁর মতো কবির পক্ষে বিরূপ মনোভাবই স্বাভাবিক। 'জড়বাদ' কবিতায় ('কালি ও কলম', ফেব্রুয়ারি ২০০৫) তাই দেখি প্রশ্নাভিমুখী মনের চলন 'ঢেকে দাও অধীত জ্ঞানের জুতো, ছিন্নবস্ত্র, মেধার পাদুকা ।/অতিরিক্ত ধনমান কী রইল? কী-বা তুমি দিয়ে গেলে? কোন/পরম্পরা/তুমি রেখে গেলে সংসারে। শুধুই কি বিস্মরণ? দাসীবৃত্তি শুধু?/ রেখে গেলে এইসব ভাঙা কবি---আরো ভাঙা ওনাদের/পাঠক-পাঠিকাদের?' অথচ উৎপলের কাব্যিক পরিসরে চিরন্তনের আবাহন বারেবারে ফিরে এসেছে। সেখানে আশাহত হওয়ার কোনও অবকাশ নেই। 'অবসরপ্রাপ্ত' কবিতায় ('কালি ও কলম', ডিসেম্বর ২০০৬) সেই চলনশীল জীবনের ছায়া কায়ারূপ লাভ করেছে 'আজো দু-একটা পুরনো হাসির গল্প মনে পড়ে। পরস্পরে বলে থাকি।/প্রভূত আহ্লাদ হয়। কেনই-বা হবে না বলো তো /আমি বন্ধুটির দিকে চোখ তুলে প্রশ্ন করি, দেখি/কোথায় সে বৃদ্ধ লোক, কাকে বলা, শুধু নীল মহাশূন্যতায়/একা একা সূর্য উঠছে,/ভোর হলো, পাখিরা চঞ্চল, সার সার সাদা হাঁস/দলবেঁধে নদীতে চলেছে।' শুধু তাই নয়, তাঁর সদিচ্ছাতেও রয়েছে কল্যাণকামী প্রত্যাশা। কবির 'প্রার্থনা, ২০০৭' কবিতায় ('কালি ও কলম', ফেব্রুয়ারি ২০০৭) তারই শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ 'রাখো/রৌদ্রে-বাতাসে-সেচে/শস্যের সবুজে/কবিতা প্রীত বার্তা ছন্দোময়,/ঢেউ দিও/লঘু হাতে জলের উপরে,/আকাশে উড্ডীন পতাকাই/জাগতিক, সর্বজয়ী, নিরঙ্কুশ---সৎ ও স্বাধীন/আমাদের বেঁচে-থাকা/পুণ্য প্রাণ, পুণ্যাত্মা মানুষ।' সেই 'মানুষ'-এর সাড়াও পেয়েছিলেন কবি এবং তা পেয়েছিলেন প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে। সেক্ষেত্রে উৎপলের কবিতা তাঁর কবিজীবনের ভূমিকা হয়েও উঠেছে। 'ইচ্ছাপত্র' কবিতায় ('দেশ', ৪ অক্টোবর ২০০২) কবি যে-শরতের সূচনায় তিনি চলে গেলেন, সেই শরতের অনুভব করেছিলেন মানুষের অস্তিত্ব। কবিতাটি তাঁর অন্য কাব্যে সংকলিত হওয়ার পরেও সেটি সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কৃত কাব্য 'পিয়া মন ভাবে'-এর ভূমিকাস্বরূপ 'স্মরণ' নামে গ্রন্থিত হয়েছে। তাতেই তাঁর স্মৃতির নবানুভূতি ফিরে এসেছে 'পদ্মপাতা উল্টে যাচ্ছে জলে।/তুমি আমার অধিক-কথা-বলা/মায়ের মতো নেমেছ পল্বলে---/সারা জগৎ তোমরা কথাই বলে।/.../মহাজীবন, তুমি ওদের খাতা,/ওই

পিঁপড়েদের, পতঙ্গদের চলা, পায়ের ছাপে ভরিয়ে-তোলা পাতা.../ মলমূত্রের বিন্দুবিসর্গতা।/ আজ বৃষ্টিজলে ধুয়ে যাচ্ছে বন, শুনতে পাই মানুষজনের গলা.../ আকাশজুড়ে মেঘের গর্জন,/স্মরণাতীত, তুমি আমার স্মরণে।' উৎপল তো 'পদ্ম'-এরই অপর নাম। সেদিক থেকে যে-কবি মালদায় ছুটির অনুষ্ঠানে এসে শূকরের মাংসে সমুদ্রের ঢেউ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে বলে তাঁর অসাধারণ অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন, সেই তিনিই বৃষ্টিধৌত পরিসরে মানুষের সাড়া পেয়েও নৈঃশব্দের সাধনা থেকে বিচ্যুত হননি, ভাবা যায়। সমর সেন যেখানে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কাব্যচর্চা করে বাকি একচল্লিশ বছরে নীরবতা পালন করেছেন, সেখানে উৎপলকুমার বসু সুদীর্ঘকাল কবিতাযাপন করে শেষ জীবনেও কবি হিসেবে স্বকীয় বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে আসেননি। এতো কাব্যচর্চার বিরল নিদর্শনের নামান্তর। সেখানে সুনীল-শক্তি বা শঙ্খ-অলোকরঞ্জনের বৃত্তের বাইরেও উৎপলের স্বকীয় অস্তিত্ব শুধু অন্যতম নয়, অনন্য মনে হয়।

*লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়*

# মানবমুক্তির মিছিলে কবিরা হাঁটেন সামনের সারিতে

**মতিউর রহমান**

সাহিত্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ বা শাখা হচ্ছে কবিতা । দেশে দেশে কবিতা চর্চা , তার প্রসার ও জনপ্রিয়তা বহুকাল থেকেই । সাম্প্রতিক সময়ে কেউ কেউ মনে করেছেন , দিনকে দিন কবিতার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাচ্ছে । এই ধারণা যে অসত্য , ভিত্তিহীন তা ইউনেস্কোর পর্যবেক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় । ইউনেস্কোর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে যে , কবিতার জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে । ঘটনা হচ্ছে , সারা পৃথিবীজুড়ে যত কবিসভা হয় , কবিতা বিষয়ক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তা সাহিত্যের আর কোন ও বিভাগ বা শাখায় হয় না । যেখানে লিখিত আকারে কাব্যচর্চার পরিসর নেই সেখানে লোকমুখে কাব্যচর্চা লক্ষ করা যায় । জাতিসংঘের শিক্ষা , বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো কবিতার জনপ্রিয়তাকে মান্যতা দিতেই ২১ শে মার্চকে 'বিশ্ব কবিতা দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছে । ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর ত্রিশতম অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । সেই থেকে সারা বিশ্বজুড়ে এই দিনটি 'বিশ্ব কবিতা দিবস' হিসাবে উদযাপিত হয়ে আসছে । কবিতা পাঠ , আবৃত্তি , কবিতা বিষয়ক আলোচনা নানাভাবে দিনটি পালিত হয় । কবিতাপ্রেমী পাঠকের কাছে দিনটি অন্যমাত্রা যোগ করে । কবিতাকে ফিরে ফিরে দেখার একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন হয়ে ওঠে ২১ মার্চের এই বিশেষ দিনটি ।

এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক কবিতা দিবস হিসাবে চিহ্নিত করে ঘোষণা করা হয় 'টু গিভ ফ্রেশ রিকগনিশন অ্যান্ড ইউপিটাস টু ন্যাশনাল রিজিওনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল পোয়েট্রি মুভমেন্টস ।' এর উদ্দেশ্য হল দুনিয়াজুড়ে কবিতা পাঠ ,রচনা ,প্রকাশনা ও শিক্ষাকে উৎসাহিত করা , যা বিভিন্ন জাতীয় , আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কবিতা আন্দোলনগুলোকে নতুন করে স্বীকৃতি ও গতি দান করবে । যারা তরুণ কবি তাদের আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত করার কথা বলা হয়েছে ইউনেস্কোর এই ঘোষণায় । শিল্পের অন্যান্য শাখা যথা নৃত্য , সঙ্গীত , চিত্রকলা - এদের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ককে পুনর্জীবিত করতে হবে । কবিতাকে যাতে প্রাচীন , স্থবির মনে না হয় এবং তার যোগ্যতাকে যাতে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায় সেজন্য সমস্ত মাধ্যমে তাকে যোগ্য স্থান দেয়ার কথা বলা হয়েছে ঘোষণাপত্রে ।

কবিতা কি ? কবিতা কি করে ? কবিতা হচ্ছে , কবির আত্মগত হবার মাধ্যম । হৃদয়ের আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পীত প্রকাশই কবিতা । দৃশ্যমান বস্তুজগতের আলো-অন্ধকারকে মান্যতা দেয় সে । কবিতা নবজীবনের প্রসার ঘটায় । কবিতা বিশ্বব্যাপী মৈত্রী , সাংস্কৃতিক চেতনা , সুচিন্তা ও বোধের বিকাশ ঘটায় । অন্ধকারে আলো ফোটায় কবিতা। কুসংস্কার , অন্ধত্ব ,জাতি-বিদ্বেষ , বৈরিতা দূর করতে মানুষের বিবেক ও চেতনার জাগরণ ঘটায় কবিতা । কবিতা সৌন্দর্যের প্রতিক । কবিতা জীবন-সত্যের উপলব্ধি। জীবন ছাড়া সে শ্রীহীন । ভালবাসার মাটিতে কবিতার জন্ম। কবি মানবজীবন ও সংস্কৃতির জাগ্রত প্রহরী । পৃথিবীর সকল দেশের ,সকল কালের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় - সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে ,মানবমুক্তির মিছিলে কবিরা থাকেন সামনের সারিতে । সত্য ও ন্যায়ের পতাকা নিয়ে এগিয়ে যান কবি । সৃজনে ও সংগ্রামে কবিতার ভূমিকা অপরিসীম। যখন জীবনে নানা সংকটের ঝড় ওঠে , তখন তাকে প্রশমিত করার অন্যতম প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে কবিতা । যখন মন কোন দুঃখে কাতর হয় , তখন কবিতাই দিতে পারে শান্তির প্রলেপ । সংগ্রামেও কবিতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মধ্যপ্রাচ্যের আগ্রাসী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে , স্পেনের গৃহযুদ্ধে , ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যুদ্ধে , বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কবিতার কার্যকারিতা সর্বজনবিদিত। কবিতা এক আগুনপাখি । কবিতার আগুনপাখি উড়ুক দিকে দিকে ... ।

মহম্মদ দারভিস প্যালেস্টাইনের কবি । প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যোগাতে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন । একটি কবিতায় তিনি লিখছেন - 'আমার চারিদিকে / সমস্ত পথ রুদ্ধ করে রেখেছে ওরা / জল , স্থল কিংবা অন্তরীক্ষের / কোনও পথই খোলা নেই আমার সামনে / আর হয়ত তুমিও বিদায় নিয়েছ / এই পৃথিবী থেকে - / কিংবা আমারই মতন বেঁচে আছ / কোনও অন্ধকারে .. / বাস্তুহীন .. দেশহীন .. পতাকাহীন .. ঠিকানাহীন ।' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও কবিতার ভূমিকা অপরিসীম । মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে কবিরা কোথাও প্রত্যক্ষ , কোথাওবা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন । যুদ্ধের ভয়াবহতা কবি শামসুর রহমানের কবিতায় মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে । কবি লিখেছেন - 'কখনো নিঝুম পথে হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে কেউ গুলির আঘাতে / মনে হয় ওরা গুলিবিদ্ধ করে স্বাধীনতাকেই । / দিনদুপুরেই জীপে একজন তরুণকে কানামাছি করে নিয়ে যায় ওরা ; মনে হয় চোখ-বাঁধা স্বাধীনতা যাচ্ছে বদ্ধভূমিতে । /বেইনেটবিদ্ধ লাশ বুড়িগঙ্গা কি শীতলক্ষ্যায় ভাসে ; / মনে হয় স্বাধীনতা - লক্ষিন্দর যেন , / বেহুলা-বিহীন / জলেরই ভেলায় ভাসমান ।'

কি প্যালেস্টাইন , বাংলাদেশ , স্পেন , ফ্রান্স ,রাশিয়া মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসাবে কবিতার ভূমিকা অগ্রগামী । স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছে , লড়াইয়ের ময়দানে বীরদর্পে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্দীপিত করেছে কবিতা । ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনও উদ্বেলিত হয়েছিল কবির কবিতায় , চারণ-কবির গানে , লেখকের আহ্বানে । কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায় ? / দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে কে পরিবে পায় ?' কবিতায় এমন অমোঘ আহ্বান উদ্বেলিত করেছিল দেশবাসীকে , তারা শামিল হয়েছিলেন মুক্তিসংগ্রামে । ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে চারণ-কবি মুকুন্দদাস লিখেছিলেন - 'ছেড়ে দে বঙ্গ-নারী রেশমি চুড়ি ও হাতে আর পোরো না ।' এ গান তৎকালীন সময়ে এদেশে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল । ১৮৮২ সালে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ব্যবহৃত 'বন্দেমাতরম' গানটি স্বদেশীদের ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , নজরুল ইসলামের লেখা কবিতা-গান ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণাদায়ক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল । বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে কবিগুরু লেখেন - 'বাংলার মাটি , বাংলার জল ,বাংলার বায়ু , বাংলার ফল / পুণ্য হউক ,পুণ্য হউক হে ভগবান .. ' এ গান জনমানসে ব্যাপক সাড়া ফেলে । অন্যদিকে নজরুল ইসলাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হন । তার শানিত কলম ব্রিটিশরাজের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল । 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় তিনি লিখলেন - 'আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ? / স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল / দেব - শিশুদের মারছে চাবুক , বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি , / ভূ-ভারত আজ কসাইখানা , আসবি কখন সর্বনাশী ?' এ কবিতা লেখার কারণে ১৯২২ সালে তাকে কারারুদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকার।

যুগে-যুগে , কালে-কালে কবিরা আছেন । পৃথিবীর যেখানেই মানুষের উপর আঘাত নেমে এসেছে , মানবতা হয়েছে রক্তাক্ত সেখানেই অতন্দ্র প্রহরীর মত কবিরা কলম ধরেছেন , গর্জে উঠেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে । কবিরা থেকেছেন মানুষের জীবনসংগ্রামে , তারা পা মিলিয়েছেন মিছিলে , তারা কবিতা-গানে উজ্জীবিত করেছেন সারা বিশ্বের মানুষকে । কবিরা সমাজ ও পৃথিবীর তৃতীয় নয়ন । সমাজকে তারা সাবধান করেন । বাঁচার পথ দেখান । লড়াইয়ের শক্তি জোগান । তারা ফিনিক্স পাখি । তারা আগুনে পোড়েন । তারা পৃথিবীর সমস্ত বিষ বুকে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়ে যান । বিষে জ্বলেও ,আগুনে ঝলসেও রাত জেগে তারা কবিতা লেখেন । রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকালকে ছিনিয়ে আনাই তাদের লক্ষ্য । কবিরা স্বপ্ন দেখেন । পৃথিবীর সব মানুষের জন্য । কবির পুনর্জন্ম হয় কবিতার হাত ধরে । বিশ্বমানবতার পরমাত্মীয় কবিরা কেমন আছেন আজ ? না ,ভালো নেই । যেহেতু কবিরা অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেন না , নির্ভীকভাবে প্রশ্ন করেন 'রাজা তোর কাপড় কোথায় ?' তার ফলে কায়েমি শক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ে সত্যদ্রষ্টা কবির উপর । বর্তমানে দিকে দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি - ধর্মীয় , রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় রোষের শিকার হচ্ছেন কবি । সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্রশক্তিকে প্রশ্ন করে প্রতিবাদী কবিতা লেখার কারণে কবি শ্রীজাতর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা । কবি ভারভারা রাও ও রাষ্ট্রীয় রোষের শিকার প্রতিবাদী কবিতা লেখার কারণে । অন্যায়ের বিরুদ্ধে , আগ্রাসনের বিরুদ্ধে , শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে শুধু কবিরা লিখবেন - আমরা কবিতা পড়ব - কবিতা শুনে হাততালি দেব । কিন্তু কবির উপর অন্যায় হলে আমরা কিছুই করব না -এমনটি হতে পারে না । কবির পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে , তাদের সাহস-শক্তি জুগিয়ে যেতে হবে যাতে আগামীতেও তারা আরও অনেক নির্ভীক প্রতিবাদী কবিতা লিখে যেতে পারেন । মনে রাখতে হবে , কবির কলম শুধু কলম নয় , সমাজ বদলের সোপান । নতুন পৃথিবীর জন্য , সুন্দর সমাজের জন্য , স্বপ্নময় জীবনের জন্য কবির প্রয়োজন , প্রয়োজন কবিতার । নতুন প্রজন্ম যারা কবিতা লিখছেন তাদের পাশে আমাদের থাকতে হবে , উৎসাহিত করতে হবে । নবীন কবিদের কবিতা প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন লিটল ম্যাগকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে । এক্ষেত্রে সরকারি -বেসরকারি উদ্যোগ দরকার । বিশ্ব কবিতা দিবসে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে - আমরা কবিদের ভালবাসব , সম্মান করব , মর্যাদা দেব । সবাই মিলে এমন একটা পরিবেশ নির্মাণ করতে হবে যেখানে কাব্যচর্চা সজীব ও প্রাণবন্ত থাকে । কবিতা বাঁচলে বাঁচবে জীবন , বাঁচবে পৃথিবী ।

## চর্চাবাসর ১০৬



বাংলা শব্দ 'খেলা'-র মূল বা ধাতু হলো 'খেল্'। এটি একটি সংস্কৃত মূল শব্দ, যা মূলত ক্রীড়া, খেলা বা আমোদ-প্রমোদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থ খেলা, কৌতুক, ক্রীড়া, বা আমোদ-প্রমোদ। 'খেল্' ধাতুর সাথে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'খেলা' শব্দটি গঠিত হয়েছে।

— কলমবীর

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# ইদ উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ট্রফি জিতলেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি:** ১১৩তম সার্বজনীন ঈদ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন হল সিউড়ি ইদগাহ ময়দানে, বীরভূম জেলা ইদ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শনিবার ইদ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শহরের শিশু থেকে বয়স্ক, পুরুষ থেকে মহিলা সকলেই সমবেত ভাবে প্রায় ১৭ টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন । প্রতিযোগীদের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক এবং অতিথিরাও অংশগ্রহণ করেন বিশেষ প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগিতার হাতে পুরস্কার তুলে দেন সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ লক্ষীনারায়ণ মণ্ডল, বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্য অতিথিরা।

ইদ ক্রীড়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ফজলে রেজা বলেন বিগত বছর গুলির মতো এ বছরও ইদ উপলক্ষে ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, মূলত বিনোদনমূলক এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সকলে মিলে অংশ নেন এবং এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক নজির গড়ে উঠেছে। সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভোট প্রচারের জন্য আসতে দেরি হলেও তিনি উপস্থিত থাকতে পেরে এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে খুব খুশি। তিনি বলেন, এই প্রতিযোগিতা সাম্প্রদায়িক মিলনের এক ক্ষেত্র, এখানে সকলে উপস্থিত হন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তিনিও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জিতে ট্রফি পাওয়ায় অত্যন্ত খুশি। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ইদ ক্রীড়া উৎসবের খেলায় ট্রফি জিতলাম ভোটের খেলায় সাধারণ মানুষের আশীর্বাদে সিউড়ি বিধানসভার আসন জিতে ট্রফি উপহার দেব।'

# রোজার শেষে খুশির ইদ, আরামবাগজুড়ে উৎসব

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** আরামবাগ জুড়ে পালিত হল পবিত্র ইদ-উল-ফিতর উৎসব। টানা ৩০ দিন রোজা রাখার পর শনিবার সকালে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন ইদের নামাজে সামিল হন।

উল্লেখ্য, ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বার্তা বহন করে আনে খুশির ইদ। মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব এই ইদ-উল-ফিতর। এদিন আরামবাগের বিভিন্ন ইদগাহ ও মসজিদে নামাজ পড়তে দেখা যায় ছোট থেকে বড়, সব বয়সের মানুষকে। শহরের জুবিলী পার্ক ইদগাহ ময়দানে সকালে ইদের নামাজ শুরু হয়। সেখানে নামাজ শেষ হওয়ার পর মিয়াপাড়া বড় মসজিদে ইদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়, এছাড়াও কালিপুর, চাঁদুর, গৌরহাটী মোড় সংলগ্ন একাধিক মসজিদে চলে পবিত্র ইদের নামাজ। নামাজ শেষে পরস্পরকে কোলাকুলি করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সকলে। ইদ উপলক্ষে আরামবাগের বিভিন্ন মসজিদ সুসজ্জিত করা হয়েছিল। পাশাপাশি, প্রতিটি ইদগাহ ও মসজিদ চত্বরে ছিল পুলিশের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

এদিন ইদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী, ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জি, প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রূপক মুখার্জি ও ভোলানাথ ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিতা বাগ এবং সিপিএম প্রার্থী বিথীকা পন্ডিত। দুই প্রার্থীর মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎও লক্ষ্য করা যায়। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএমের ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুশান্ত মণ্ডল, শক্তিমোহন মালিক। ইদ প্রসঙ্গে আরামবাগ ইদগাহ ও মিয়াপাড়া বড় মসজিদের ইমাম আধুল হাকিম জানান, খুশি ও আনন্দের দিন। পবিত্র রমজান মাসে রোজা পালনের পর আজ শাওয়াল মাসের প্রথম দিনে ইদের নামাজ

অনুষ্ঠিত হল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ইদ মোবারক।

অন্যদিকে, পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি জানান, একমাস রোজা রাখার পর এদিন ইদের নমাজ সম্পন্ন হল। আমরা এখানে এসেছি সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে। সকলের ইদ ভালো কাটুক। প্রার্থী মিতা বাগ জানান, 'এদিন ইদ সকলের জীবন আনন্দে ও শান্তিতে ভরে উঠুক এটাই কামনা করি।' পাশাপাশি সিপিএম প্রার্থী বিথীকা পণ্ডিত জানান, 'ইদ হচ্ছে আনন্দ এবং সম্প্রীতির অনুষ্ঠান, আমরা সব কিছু ভুলে ঈশ্বর ও আল্লাহের কাছে প্রার্থনা করি আমরা যেন একটা দৃঢ় সমাজ বন্ধন গড়ে তুলতে পারি।'

# শ্যামপুর আমার সেকেন্ড হোম: হিরণ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর:** শ্যামপুর আমার সেকেন্ড হোম ফলে মন্তব্য করলেন শ্যামপুরের বিজেপি প্রার্থী হিরন্ময় চ্যাটার্জি ওরফে হিরণ। উল্লেখ্য অভিনেতা হিরনকে বারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি খড়গপুর থেকে তুলে এনে শ্যামপুরে প্রার্থী করেছে। আর হিরণের এই প্রার্থী হওয়াকে শ্যামপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বহিরাগত প্রার্থী বলে প্রচার শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে এবারে তৃণমূল কংগ্রেস নদেবাসী জানাকে প্রার্থী করেছে। পাঁচ বারের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডলকে সরিয়ে এখানে শ্যামপুরের দক্ষ সংগঠক ও শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসীবাবুকে প্রার্থী করেছে এই প্রথম।আর এবার নদেবাসী বাবুর বিপক্ষে বিজেপি হিরণকে বহিরাগত তকমা প্রসঙ্গে হিরন জানান, 'আমার বাড়ি উলুবেড়িয়ায়। কর্মসূত্রে থাকি কলকাতায়। আমার মামার বাড়ি শ্যামপুরের আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দুর্গাপুর গ্রামে। ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে দামোদর পেরিয়ে মামার বাড়ি যেতাম। আজও মনে পড়ে। তাই শ্যামপুর আমার সেকেন্ড হোম।' উল্লেখ্য, হিরণের অপেক্ষায় রয়েছে শ্যামপুর।

# পুরমার্কেটের ছাদের একাংশ ভেঙে মৃত নৈশপ্রহরী, আহত সাফাইকর্মী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** শনিবার সাত সকালে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নেতাজি পুরমার্কেটের ছাদের একাংশ। আর ভাঙা ছাদের চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক নৈশপ্রহরীর। গুরুতর জখম হয়েছেন এক সাফাইকর্মী। ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি সংলগ্ন এলাকার নেতাজি পুর মার্কেটে এমন দুর্ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে তৃণমূল ও বিজেপি দলের পুরসভার জনপ্রতিনিধিরা ওই এলাকায় ছুটে আসেন। পাশাপাশি দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকার্য শুরু করে। এই ঘটনায় মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃপক্ষ ইংরেজবাজার পুরসভার গাফিলতিকে দায়ী করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এদিন ঈদের উৎসব না থাকলে ওই মার্কেট চত্বর এলাকায় মানুষের সবজি কেনাকাটার ভিড় থাকত। হয়তো আরও বড় ধরনের বিপদ ঘটে যেতে পারত। পুরসভা উদাসীন বলেই আজকে এমন দুর্ঘটনায় একজনকে প্রাণ হারাতে হলো।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নৈশপ্রহরীর নাম মিন্টু সরকার (৫৭) । তার বাড়ি ইংরেজবাজার শহরের বুড়াবুড়িতলা এলাকায়। আহত হয়েছেন দীপ সরদার (৩৫)। তার চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানিয়েছে, এদিন ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ নেতাজি পুর মার্কেটের একটি ছাদের বড় অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সেই সময় ওখানেই বসেছিলেন নৈশ প্রহরী মিন্টু সরকার। পাশাপাশি সাফাইয়ের কাজ করছিলেন আরেকজন দীপ সর্দার । দুজনেই ভাঙা ছাদের তলায় চাপা পড়ে যায়। দ্রুত দমকলকর্মীরা দু'জনকে উদ্ধার করলে নৈশ্য প্রহরীর মৃত্যুর কথা জানিয়ে দেন মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকেরা। এরপরই সংশ্লিষ্ট পুরসভার ভূমিকা নিয়েই ব্যবসায়ী থেকে বিরোধীরা রীতিমতো কড়া সমালোচনা করেন।

উল্লেখ্য শনিবার রাত থেকে একটানা বৃষ্টি শুরু হয়েছে মালদায়। আর এদিন সকালে এই মার্কেটের এক অংশের ছাদ ভেঙে পড়ে। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক বলেন, 'মার্কেটটি সংস্কার নিয়ে তারা বারবার আবেদন জানিয়েছিল। ২০১৮ সালে আমরা প্রশাসনের সাথে মিটিংয়ের সময় আমরা জানিয়েছিলাম নেতাজি কমার্শিয়াল মার্কেটটি সংস্কার করা হোক। যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ইংরেজবাজার পুরসভার অধীনে এই মার্কেট রয়েছে। সুতরাং আমরা পুরসভাকেও জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হয় নি। তার পরিণতি এদিন ছাদ ভেঙে দুর্ঘটনায় একজন মারা যান এবং অপর একজন আহত হন।'

এই ঘটনার পর ওই মার্কেটের স্থানীয় ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলার শুভময় বসু বলেন, বাণিজ্যিক ভবনের একাংশ অব্যবহৃত ছিল। কারণ, এটা বহুদিন পুরনো এবং ড্যামেজ হয়ে গিয়েছিল। এখানে আগে সবজি বেচাকেনা হতো। অধিকাংশ সবজি বিক্রেতারা আম মার্কেটে চলে গিয়েছে। যদিও এদিন ঈদ ছিল বলে তেমন লোকজন ছিল না। অন্যদিন হলে আরও বড়সড় বিপদ হতে পারতো।

এদিকে নেতাজি পুর মার্কেটের একাংশ ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, শুধু এই বিল্ডিংটির অংশ ড্যামেজ নয়, মাছ বাজারেও রীতিমতো জীবনে ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা করছেন অনেকেই । মাঝে মধ্যে ছাদের চাঙর খসে পড়ছে। প্রতিদিনই এই নেতাজি কমার্শিয়াল মার্কেটে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতারা সবজি এবং মাছ বেচাকেনা করেন। এখানেও যা অবস্থা যে কোনও সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে।

ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা বিজেপির অম্লান ভাদুড়ি বলেন, আজকের এই ঘটনার জন্য সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল পরিচালিত সংশ্লিষ্ট পুরসভা কর্তৃপক্ষ দায়ী। এবিষয়ে পুরসভার বিওসি মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে। তারপরও কোনও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী জানিয়েছেন, এইসব বিতর্কে যেতে চাই না। তবে ওই বিল্ডিং অনেক পুরনো। সেটির পরিকাঠামো গত বিষয়ে নোটিশ ইস্যু হয়েছে। যদিও নির্বাচন বিধি জারি রয়েছে। তাই এব্যাপারে উর্ধ্বতন অফিসারদের সঙ্গে কথা বলা হবে।

# বৃষ্টিতেই ইদের নমাজ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** সকাল থেকে কাঁকসা জুড়ে শুরু হয় ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বৃষ্টি মাথায় করেই শনিবার সকালে দানবাবা মাজারে নমাজ পড়েন ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষেরা। এদিন কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েকহাজার ইসলাম ধর্মের মানুষরা ইদের নামাজ শেষে একে অপরকে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা জানান। তবে এদিন জাতীয় সড়কে ও রাজ্য সড়কে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য তৎপর ছিল কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ।অন্যদিকে নমাজ পাঠ ঘিরে এলাকায় যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই গোটা এলাকায় কাঁকসা থানার পুলিশকর্মীদের ছিল কড়া নজরদারি।

# কুমারগঞ্জে উদ্ধার বৃদ্ধের পচন ধরা দেহ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকের বেলতারা এলাকায় বিশ্বনাথ দাস (৬৩) নামে এক ব্যক্তির পচন ধরা দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ আসছিল। অবশেষে এদিন সেই দুর্গন্ধ অসহনীয় হয়ে উঠলে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। তাঁরা বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধের দেহ পড়ে থাকতে দেখে আঁতকে ওঠেন। খবর দেওয়া হয় কুমারগঞ্জ থানায়। পুলিশ এসে ঘরের ভেতর থেকে দেহটি উদ্ধার করে।

প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বিশ্বনাথবাবু দীর্ঘ সময় ধরে একাকী জীবনযাপন করছিলেন। কয়েক বছর আগে স্ত্রী এবং বড় ছেলের মৃত্যুর পর তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর ছোট ছেলে কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। বাড়িতে দেখভাল করার মতো কেউ না থাকায় চরম মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই বৃদ্ধ।

*শনিবার সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত বেড়াবেড়ি অঞ্চলের জয়মোল্লায় ও চককালিকাপুরে ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন সিঙ্গুর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বেচারাম মান্না।*

# পিকআপ ভ্যানের পিছনে ধাক্কা কন্টেনারের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা:** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যানের পেছনে ধাক্কা মারল একটি কন্টেনার। কন্টেনারের ধাক্কায় পিকআপ ভ্যানটি রাস্তার ওপর উলটে যায়। এই ঘটনায় পিকআপ ভ্যানের চালক অল্পবিস্তর আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরে কন্টেনারটি কলকাতার দিক থেকে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে পানাগড় বাইপাস হয়ে দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল।সেই সময় সম্ভবত কন্টেনারের চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যানের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। এরপরেই রাস্তার ওপর পিকআপ ভ্যানটি উলটে যায়। দুর্ঘটনার জেরে দুর্গাপুরগামী রাস্তায় সাময়িক যান চলাচল ব্যাহত হয়। আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি দু'টিকে ঘটনাস্থল থেকে অন্যত্র সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে পুলিশ।

*ইদের সন্ধ্যায় সিউড়ির তিন নম্বর ওয়ার্ডের ফকিরপাড়া আলোকমালায় সেজে উঠেছে।*

# তপন চট্টোপাধ্যায়কে 'কালিদাস' বললেন বাবান ঘোষ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী:** ২০ লক্ষ টাকার টিকিট বিতর্কে উত্তাল রাজনীতি, তপনকে 'কালিদাস' বললেন বাবান ঘোষ। পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। টিকিট বণ্টন নিয়ে আইপ্যাকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছিলেন বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়।

তিনি দাবি করেছিলেন, প্রার্থীপদের জন্য তাঁর কাছে ২০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছিল। সেই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এবার সেই ইস্যুকেই হাতিয়ার করে তৃণমূলকে নিশানা করলেন জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী বাবান ঘোষ। লক্ষ্মীপুর ঈদগাহ সংলগ্ন এলাকায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি কর্মী বৈঠকে যোগ দেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বাবান ঘোষ এদিন তপন চট্টোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে বলেন, ২০২১ সালে যখন উনি প্রার্থী ছিলেন, তখন কত টাকা দিয়েছিলেন? পাশাপাশি তিনি কটাক্ষের সুরে তপনবাবুকে 'কালিদাসে'র সঙ্গে তুলনা করে বলেন, নিজে গাছের ডালে বসে নিজেই সেই ডাল কেটেছেন।

# পরিচারিকার কাজ সেরে প্রচারে বিজেপির মহিলা প্রার্থী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম:** পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি একটি তফসিলি জাতি সংরক্ষিত আসন। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র বিশেষভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। কারণ,এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে কলিতা মাজিকে তুলে ধরে চমক দিয়েছিল বিজেপি।

গুসকরা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝপুকুর পাড়ের বাসিন্দা কলিতা মাজি পেশায় একজন পরিচারিকা। তাঁর পরিবারে রয়েছেন স্বামী ও এক ছেলে। ছেলে এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। গতবারের ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যায়, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভেদানন্দ থাণ্ডার জয়ী হন ১,৩৯, ৩৯২ ভোট পেয়ে। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজি ৮৮,৫৭৭ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন।

আসন্ন নির্বাচনে এই কেন্দ্র আবারও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে। কারণ কলিতা মাজির সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয়স্তরের একাধিক শীর্ষ নেতা ও মন্ত্রী প্রচারে আসতে পারেন বলে জোর জল্পনা চলছে। ফলে আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র এবারও রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত নজরকাড়া হতে চলেছে। রংচংয়ে নায়িকাদের ভিড়ে সমাজের পিছিয়ে পরা জাতির প্রতিনিধি হিসেবে বিজেপির এমন প্রার্থী নির্বাচন মানুষের মন জয় করে নিয়েছে।

এদিকে আবার ভোটার তালিকায় তার নামের ওপরে লেখা 'আন্ডার অ্যাজুডিকেশন' শেষ পর্যন্ত তার নাম ভোটার তালিকায় যুক্ত না হলে আগামী দিনে কি হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সব সম্ভাবনা সরিয়ে আপাতত পূর্ব বর্ধমানের আউসগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাঝি নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে মন দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, মাসে তার উপার্জন হয় মাত্র সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা। পেশায় তিনি একজন পরিচারিকা। ২০২১ সালের পরে দল তার ওপরেই ফের ভরসা রেখেছে। অন্যদিকে দলের ভরসা কোনোভাবেই হারাতে না দিয়ে ভোটে জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী কলিতা।

জানা গিয়েছে, ভোর হতেই তিনি প্রস্তুত হয়ে যান। বাড়ি থেকে বেরিয়ে

দু'টি বাড়িতে পরিচারিকার কাজ সারেন। এরপর তিনি বেরিয়ে পড়েন প্রচারে। বাড়ি বাড়ি ছুটে গিয়ে তিনি তার প্রচারের কাজ সারেন। বিভিন্ন মানুষের বাড়িতে পৌঁছে তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি তাদের সমস্যা ও অভিযোগ শোনেন। বিজেপির মনোনীত প্রার্থী কলিতা জানিয়েছেন, প্রত্যেকটি ঘরের দরজায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই তিনি তার প্রতি সমর্থনের আশ্বাস পেয়ে যাচ্ছেন। সংসারের দায়িত্ব এখন তার শাশুড়ি, স্বামী এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের কাঁধে রয়েছে। ফলে পুরো সময়টা তিনি রাজনৈতিক প্রচারে দিচ্ছেন।

কলিতা জানিয়েছেন, পরিবার পাশে আছে বলেই তিনি ঠিক ভাবে প্রচারের কাজটা সারতে পাচ্ছেন। ২০১৪ সালে তিনি সাধারণ বুথ কর্মী হিসেবে তার রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেন। ধাপে ধাপে তার ওপর বেড়েছে দায়িত্ব। প্রথমে সাংগঠনিক কাজ। তারপরে নগড় সম্পাদিকার দায়িত্ব। এরপর জেলা কমিটিতে তার জায়গা হয়। এরপর বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী হন তিনি। কলিতা জানিয়েছেন, দলের আদর্শ ও নেতৃত্বের ওপরে আস্থার জন্যই তিনি এতটা দূর পথ এগোতে পেরেছেন। কারণ রাজনৈতিক জীবনে একাধিকবার তাকে হুমকি ও আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তিনি দল ছাড়ার কথা ভাবেননি। তবে এই লড়াই শুধু রাজনৈতিক গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়। তার একটা সামাজিক দিকও রয়েছে। একদিকে আর্থিক টানাপোড়েন, অন্যদিকে নির্বাচনী খরচ। পুরো ব্যাপারটাই সামলাচ্ছেন দলের কর্মীরা। প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে তিনি তৃণমূলের শ্যামাপ্রসন্ন লোহারকেই দেখছেন।

তবে লড়াইটা তার কাছে খুব একটা কঠিন বলে মনে হয় না। তার দাবি, এই লড়াই তাদের কাছে সহজ। তাই তিনি জিতবেনই। প্রত্যন্ত গ্রামের একজন সাধারণ মহিলার এই লড়াই আগামী দিনে কি ফল নিয়ে আসে এখন ৪টা মে ভোটের ফলাফলেই তা স্পষ্ট হবে। সেই দিনের অপেক্ষায় এলাকার মানুষ।

SBI আরএএসএমইসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান ৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান- ৭১৩১০১ (পব)

**সংশোধনী**

এই সংবাদপত্রে ভেহিকেল অকশন অধীনে ২১.০৩.২০২৬ সংস্করণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে **(ঋণগ্রহীতার নাম : কৃষ্ণ কুমার সাউ) 'ভেহিকেল নং WB 17B 3146' পড়তে হবে "ভেহিকেল নং WB 17B 3147"** এর পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

**ফর্ম নং আইএনসি২৬**

*(কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ অনুসারে)*

**এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন**

**স্ট্যান্ডার্ড ব্র্যান্ডস লিমিটেড**

(সিআইএন: U67120WB1941PLC010383)

নিবন্ধিত কার্যালয়:

**২১৫–২১৬, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১**

ই–মেইল: standardbrands@gmail.com

**কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ধারা ১৩–এর উপধারা (৪) এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪–এর রুল ৩০–এর উপ–রুল (৫)–এর ধারা (ক) অনুসারে বিষয়**

**এবং**

**এমএস স্ট্যান্ডার্ড ব্র্যান্ডস লিমিটেড, যার নিবন্ধিত কার্যালয় অবস্থিত ২১৫২১৬, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০১।**

..... **আবেদনকারী কোম্পানি**

**বিজ্ঞপ্তি**

এই মর্মে সাধারণ জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে **কোম্পানিটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ১৩(৪)** অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট (যার ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিচালকের নিকট অর্পিত) একটি আবেদন দাখিল করতে ইচ্ছুক। উক্ত আবেদনটি কোম্পানির **স্মারকলিপি (মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন) সংশোধনের অনুমোদনের জন্য, যা শনিবার, ০৭ মার্চ ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অসাধারণ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব** অনুযায়ী, কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে দিল্লির ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি (এনসিটি)–তে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে** করা হবে।

যে কোনও ব্যক্তি যার স্বার্থ প্রস্তাবিত নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের ফলে প্রভাবিত হতে পারে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে **১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে** তার আপত্তি, যদি থাকে, **শপথপত্রসহ** এমসিএ–২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারী অভিযোগ ফর্ম দাখিল করে অথবা রেজিস্টার্ড ডাকের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে পারেন: **আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল।**

**কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও ভবন, ২য় তলা ২৩৪/৪, এ. জে. সি. বোস রোড কলকাতা ৭০০০২০** এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

**স্ট্যান্ডার্ড ব্র্যান্ডস লিমিটেড এর পক্ষে**

স্বাক্ষরিত

**বিশাল আগরওয়াল**

পরিচালক, ডিআইএন: ০০৫৬৩৯৮৫

স্থান: **কলকাতা** | তারিখ: ২২ মার্চ ২০২৬

# দক্ষিণ দিনাজপুরে ইভিএম-ভিভিপ্যাটের প্রথম দফার র‍্যান্ডমাইজেশন সম্পন্ন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করে দিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বালুরঘাট কালেক্টরেট ভবনের আত্রেয়ী মিটিং হলে জেলার ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ইলেকট্রনিক ভোটদান যন্ত্র (ইভিএম) এবং ভেরিফাইয়েবল পেপার অডিট ট্রেল (ভিভিপ্যাট) মেশিনের প্রথম দফার র‍্যান্ডমাইজেশন বা দ্বৈবচয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক বালাসুব্রামানিয়ান টির তত্ত্বাবধানে এই পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়।

জেলা নির্বাচন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতের নির্বাচন কমিশন দ্বারা অনুমোদিত 'ইভিএম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই র‍্যান্ডমাইজেশন করা হয়েছে। মূলত কোন কেন্দ্রে কোন মেশিনগুলো যাবে, তা লটারির মতো এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এদিন ৩৭-কুশমণ্ডি (তফসিলি জাতি), ৩৮-কুমারগঞ্জ, ৩৯-বালুরঘাট, ৪০-তপন (তফসিলি উপজাতি), ৪১-গঙ্গারামপুর (তফসিলি জাতি) এবং ৪২-হরিরামপুর, এই ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে মেশিন বরাদ্দ করা হয়েছে।

পুরো প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে জেলাশাসকের দপ্তর সংলগ্ন আত্রেয়ী মিটিং হলে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ও রাজ্য স্তরের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিআইএম, বিএসপি এবং আম আদমি পার্টি-এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। র‍্যান্ডমাইজেশন শেষ হওয়ার পর প্রতিটি বিধানসভা ভিত্তিক বরাদ্দকৃত মেশিনের তালিকার প্রতিলিপি রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এই ইভিএম ও ভিভিপ্যাটগুলো সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিধানসভা ভিত্তিক স্ট্রং রুমে পাঠানো হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই এই মেশিনগুলো সংরক্ষিত রাখা হবে। জেলা প্রশাসন সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর এই বরাদ্দকৃত মেশিনের তালিকা তাঁদের সঙ্গেও পুনরায় শেয়ার করা হবে। আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে জেলা প্রশাসন সবরকম প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেই জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এর তরফে জানানো হয়েছে।

# মাঠে নেমে কৃষকদের পাশে প্রশান্ত দিগার

## গোঘাটে 'ভূমিপুত্র' তাসে বাজিমাতই লক্ষ্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন, গোঘাট:** গোঘাটে মাটির মানুষের পাশে প্রশান্ত দিগার। জোরকদমে জনসংযোগে বিজেপি প্রার্থী। আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই জোরদার হয়েছে রাজনৈতিক তৎপরতা। আর এই প্রেক্ষাপটে গোঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগার নিজেকে একেবারে 'মাটির মানুষ' হিসেবেই তুলে ধরছেন। মাঠে-ঘাটে, কৃষকের পাশে দাঁড়িয়ে, সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেই তিনি এগোতে চাইছেন নির্বাচনী লড়াইয়ে।গ্রামাঞ্চলের মাঠে আলু ও সবজির স্তূপের পাশে সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে বসে কাজ করছেন প্রশান্ত দিগার। তাঁর চারপাশে স্থানীয় কৃষিজীবী মানুষজন, কেউ আলু বাছাই করছেন, কেউ আবার ফসলের বস্তা গুছিয়ে রাখছেন। এই দৃশ্য যেন স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, প্রার্থী হিসেবে নয়, একজন সহযোদ্ধা হিসেবেই তিনি কৃষকদের পাশে থাকতে চান।

জানা গিয়েছে, প্রশান্ত দিগারের বাড়ি গোঘাটের সেলামপুর গ্রামের মতো প্রত্যন্ত এলাকায়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। সেই কারণে ছোটবেলা থেকেই কৃষিজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা প্রশান্তবাবু কৃষকদের সমস্যাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। আর সেই অভিজ্ঞতাকেই তিনি কাজে লাগাতে চান এলাকার উন্নয়নে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০২১ সালে গোঘাট বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপির দখলে যাওয়ার পর থেকেই এই এলাকায় সংগঠন আরও মজবুত হয়েছে। এবারও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। সেই লক্ষ্যেই প্রার্থী হিসেবে প্রশান্ত দিগারকে সামনে এনে জোরদার প্রচার চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছেন, তাঁদের সমস্যা শুনছেন এবং সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন।

দলীয় সূত্রে দাবি, শুধু নির্বাচনের সময় নয়, সারা বছরই বিজেপি কর্মী হিসেবে প্রশান্তবাবু গোঘাটবাসীর পাশে থেকেছেন। এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে একজন 'ভূমিপুত্র' হিসেবে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা যথেষ্ট বলেই মনে করছে বিজেপি শিবির।

অন্যদিকে, ২০২৬ সালের নির্বাচনে গোঘাটে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছেন ডাঃ নির্মল মাঝিকে। যদিও বিরোধী শিবিরের তরফে দাবি তোলা হচ্ছে, তিনি এই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা নন, অর্থাৎ 'বহিরাগত'। এই বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের একাংশের মধ্যেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বলে দাবি বিজেপির। সব মিলিয়ে, একদিকে স্থানীয় মাটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত প্রশান্ত দিগার, অন্যদিকে অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও তৃণমূল প্রার্থী ড. নির্মল মাঝি, এই দুই মুখকে কেন্দ্র করেই গোঘাটে জমে উঠছে আসন্ন নির্বাচনের লড়াই। এখন দেখার, শেষ পর্যন্ত 'ভূমিপুত্র' তত্ত্ব না কি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, কোনটি বেশি প্রভাব ফেলে ভোটারদের মনে।

# পদ্মে প্রার্থী বদল চেয়ে রেজিনগরে তুলকালাম

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর:** লোকসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই প্রার্থী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল বিজেপির অন্দরে। মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে বাপন ঘোষের নাম ঘোষণার পর থেকেই দলের স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। শনিবার সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটল বহরমপুরের কারবালা এলাকায় বিজেপির অস্থায়ী জেলা নির্বাচনী কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচির মাধ্যমে।রেজিনগর থেকে আসা বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে স্লোগান দিতে থাকেন এবং প্রার্থী বদলের দাবি জানান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বাপন ঘোষকে আগে কখনও দলের কোনও কর্মসূচি বা আন্দোলনে দেখা যায়নি। অথচ অজ্ঞাত কারণে তাঁকেই প্রার্থী করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে স্থানীয় কর্মীরা ক্ষুব্ধ বলেই জানান তাঁরা।বিক্ষোভকারীরা জেলা সভাপতি মলয় মহাজনের দিকেও অভিযোগের আঙুল তোলেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী পরিবর্তন করতে হবে, নইলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। এদিন বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন কিশোর বিশ্বাস, রাজেশ মন্ডল এবং রিম্পা মন্ডল। তাঁরা সকলেই প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে দলীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

# দুর্গাপুরে সিপিএমে ভাঙন, প্রায় ১০০ সমর্থকের তৃণমূলে যোগদান

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** দুর্গাপুরের বেনাচিতির শালবাগানে তৃণমূলের এক কর্মীসভায় ১০০ সিপিএমের সমর্থকের যোগদান, উপস্থিত একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব।

দুর্গাপুরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বেনাচিতির শালবাগান এলাকায় এক কর্মিসভায় প্রায় ১০০ জন সিপিআইএম সমর্থক দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। যোগদানকারী কর্মী-সমর্থকদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন প্রাক্তন পুরমাতা দিপালী মণ্ডল এবং দুর্গাপুর দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়।

উক্ত কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শ্রী কবি দত্ত, পশ্চিম বর্ধমান জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অসীমা চক্রবর্তী, দুর্গাপুর নগর নিগমের ভাইস চেয়ারপারসন শ্রী ধর্মেন্দ্র যাদব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সিপিএম থেকে আসা কর্মী-সমর্থকদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন।

# নারায়ণগড়ে প্রার্থী নিয়ে বিজেপিতে বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর:** নারায়ণগড় বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রমাপ্রসাদ গিরিকে প্রার্থী পদ থেকে সরানোর দাবি তুলে শনিবার দুপুরে খড়গপুর শহরের জেলা বিজেপির কার্যালয়ে নারায়ণগড়ের বিজেপির নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীর সমর্থকরা মিছিল করে এসে জেলা কার্যালয়ের ভেতরে প্রবেশ করে বেশ কিছুক্ষণ ভাঙচুর চালায়। এরপরই তারা জেলা সভাপতির সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে কার্যালয়ের ভেতরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তাদের দাবি, তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাত করে চলা রমাপ্রসাদ গিরিকে নারায়ণগড় বিধানসভা থেকে সরানো হোক। প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার দিন থেকেই জেলা ও রাজ্য কমিটিকে তাঁরা প্রার্থী বদলের কথা জানিয়েছেন বলে জানান। তাদের এই দাবি না-মানা হলে নারায়ণগড় বিধানসভার একাধিক মণ্ডল সভাপতি-সহ প্রায় ৩০০জন কার্যকর্তা দল ছাড়বেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন।

বিক্ষোভের পরেই বিজেপির জেলা সম্পাদক মনোজ দে বলেন, দলীয় ভাবে বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হবে। ভাঙচুরের বিষয় এড়িয়ে তিনি জানান, দল অনেক বড়, তাই কিছু ক্ষেত্রে ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকবেই। জেলা সভাপতি শমিত মণ্ডল জানান, নারায়ণগড় এলাকার নেতৃত্বদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

# প্রচারে মহিলা তৃণমূল নেত্রী ও সমর্থকদের নিয়ে কবি দত্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন দুর্গাপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত। শনিবার দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের একটি হোটেলে তৃণমূলের মহিলা নেত্রীদের সঙ্গে নির্বাচনী কৌশল ও সাংগঠনিক বিষয়ে কর্মী সভায় যোগ দেন তিনি। এদিন উপস্থিত নেত্রীদের সঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে মহিলাদের ভূমিকা, ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর পরিকল্পনা এবং দলীয় কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে হোটেল থেকে দুর্গাপুর সিটি সেন্টার প্রেস ক্লাব পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও মহিলা নেত্রীরা। দলীয় পতাকা ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

এদিন কবি দত্ত জানান, 'আমি সত্যিই খুব আপ্লুত। এত মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। এই ভালোবাসাই আমাকে আরও শক্তি দিচ্ছে মানুষের জন্য কাজ করার।' তিনি আরও বলেন, দুর্গাপুর পশ্চিমের উন্নয়ন ও মানুষের পাশে থাকার লক্ষ্যে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আগামী দিনে সেই লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে যাবেন।

# তৃণমূল মানুষকে বঞ্চিত করেছে বলেই বিজেপির ঝড় উঠেছে, প্রচারে দাবি ড. বিজন মুখার্জির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া:** শনিবার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চিচুড়িয়া অঞ্চলে উপস্থিত হয় বিজেপি প্রার্থী ড. বিজন মুখার্জী। প্রথমেই এদিন দলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে চিচুড়িয়া অঞ্চলের চিচুড়িয়া ডাঙালপাড়া এলাকায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এক সাংগঠনিক আলোচনা সভা সারেন এবং পরে চিচুড়িয়া ডাঙ্গালপাড়া গ্রামে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে নির্বাচনী প্রচার চালান।

এদিন তিনি গ্রামের অলিগলিতে ঢুকে যেভাবে তিনি নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছিলেন তাতে দেখে মনে হচ্ছিল গ্রামের প্রতিটি কোণা যেন তার চেনা, তার এমন উপস্থিতি এবং প্রচার দেখে হতবাক হয়ে যায় গ্রামের মানুষজন। পরে বিজেপি প্রার্থী ড. বিজন মুখার্জি সংবাদ মাধ্যমকে জানান, মানুষ বিজেপিকে চাই চারিদিকে বিজেপির ঝড় উঠেছে। তিনি বলেন এলাকার মানুষ বলছেন পরিবর্তন দরকার। এছাড়াও গ্রামের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করে তৃণমূল আমলে কতটা বঞ্চনার শিকার হয়েছেন এই গ্রামের মানুষজন সেগুলি তিনি সংবাদমাধ্যমকে তুলে ধরেন। প্রার্থী আরও জানাই আমি আশাবাদী মানুষের আশির্বাদে আসন্ন নির্বাচনে নিশ্চিত জয় লাভ করব।

# দুর্গাপুরে ইদের নমাজ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** ইদের সকালে দুর্গাপুরের নইম নগরের নুরী জামা মসজিদে গভীর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র ইদের নমাজ অনুষ্ঠিত হল। সকাল থেকেই মসজিদ চত্বর এবং সংলগ্ন এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের ঢল নামে। নির্দিষ্ট সময়ে ইমামের নেতৃত্বে ঈদের জামাত শুরু হয় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নামাজ সম্পন্ন হয়।

নামাজে অংশ নিতে ছোট শিশু থেকে শুরু করে যুবক, প্রৌঢ় এবং বয়স্ক, সব বয়সের মানুষ ভিড় জমায়। অনেকেই নতুন পোশাকে সেজে, পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদের এই বিশেষ নামাজে অংশগ্রহণ করেন।

মসজিদ চত্বর উপচে পড়ায় অনেকে রাস্তাতেও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেন। নমাজ শেষে সকলেই একে অপরকে আলিঙ্গন করে 'ইদ মোবারক' জানিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। কোলাকুলি ও সৌহার্দ্যের মধ্য দিয়ে গোটা এলাকায় এক মিলনমেলার আবহ তৈরি হয়। ধর্মীয় সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে নঈম নগরে পালিত হল পবিত্র ইদ।

# মালদায় আবালবৃদ্ধবণিতা মাতলেন ইদের আনন্দে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** শনিবার সারা দেশের সঙ্গে মালদাতেও সাড়ম্বরে পালিত হল পবিত্র ইদ-উল-ফিতর অর্থাৎ খুশির ইদ। বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব মানবতাবোধের প্রার্থনা জানিয়ে বিভিন্ন মসজিদ ও ইদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইদের নমাজ। নমাজ পর্ব শেষ হতেই আবালবৃদ্ধবণিতা মেতে উঠলেন খুশির ইদের আনন্দে। শনিবার খুশির ইদের আনন্দঘন ছবি নজরে এল মালদা শহরের সুভাষপল্লি ইদগাহ ময়দানে। প্রতি বছরের মতো এবারও এই ইদগাহ ময়দানে মালদা শহরের হাজার দশেক মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষ একসঙ্গে ইদের নমাজ পাঠের মাধ্যমে বিশ্বশান্তির দোয়া প্রার্থনা করেন। নমাজ পূর্ব শেষ হতেই নমাজিরা একে অপরকে আলিঙ্গন করে খুশির ইদের শুভেচ্ছা জানান। নমাজে অংশগ্রহণকারীদের ইদের শুভেচ্ছা জানাতে হাজির ছিলেন ইংরেজাজার কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী আশিষ কুন্ডু, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা, কাউন্সিলর শুভময় বসু, চৈতালী ঘোষ সরকার, গৌতম দাস-সহ অন্যান্যরা।

অন্যদিকে এদিন প্রবল উৎসাহ-উন্মাদনা সহকারে খুশির ইদ পালনের ছবি নজরে এল মালদার কালিয়াচকে। খুশির ইদ উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো, এবারও রাজ্যের বৃহত্তম সুজাপুর নয়মৌজা ইদগাহ ময়দানে ইদের নমাজ পাঠ করলেন লক্ষাধিক নমাজি। তারা সকলে মিলে সুশৃঙ্খল ভাবেই নমাজ আদায় করেন। বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবতা বোধ রক্ষার প্রার্থনা করেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালার কাছে। পাশাপাশি গত কয়েক বছরের মতো এবারও পবিত্র ইদ-উল-ফিতর উপলক্ষে ইদের মহিলা জামাত অনুষ্ঠিত হল মালদা শহরের হায়দারপুরে। হায়দারপুর মুসলিম মহিলা জনকল্যাণ কমিটির উদ্যোগে ইদের নমাজ পাঠ করলেন মহিলারা। তারা আল্লাহতালার কাছে দেশ ও দশের মঙ্গলকামনা-সহ বিশ্বশান্তির দোয়া প্রার্থনা করেন। নমাজ শেষ হতেই মহিলারা একে অপরকে আলিঙ্গন করে খুশির ইদের শুভেচ্ছা জানান।

# তৃণমূল আদর্শ দল নেই! কংগ্রেসে যোগ দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেও

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া:** বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বড় ধাক্কা তৃণমূলে। তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তৃণমূল দল ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করলেন পুরুলিয়ার প্রাক্তন জেলা তৃণমূল সিনিয়র-সহ সভাপতি দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেও-সহ তাঁর অনুগামীরা। শনিবার পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতো। যোগদান পর্বের পরই দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেওকে পুরুলিয়া বিধানসভায় কংগ্রেসের প্রার্থী করার কথা ঘোষণা করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতো।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতো বলেন, দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেও জেলা কংগ্রেস দলে যোগ দিয়ে মানুষের কাজ করার আশা প্রকাশ করেন। দলের সর্ব স্তরের কর্মীদের অনুমোদন নিয়ে তাঁকে কংগ্রেসে যোগদান করানো হল। যোগদানকারী দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেও বলেন, 'তৃণমূল দল আদর্শ নেই। মানুষের জন্য কাজ করে না। সদ্য প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় পুরুলিয়া বিধানসভায় বহিরাগত অন্য বিধানসভা এলাকার ব্যক্তিকে প্রার্থী করা হয়েছে। পুরুলিয়া বিধানসভায় যোগ্য ব্যক্তিদের বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই তৃণমূল দলত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করলাম।' কংগ্রেস যদি প্রার্থী করার সিদ্ধান্ত নেয় তা হলে লড়াই হবে এবং পুরুলিয়া বিধানসভায় মানুষের সমর্থন নিয়ে কংগ্রেস জয়ী হবে।

# ইদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর:** দীর্ঘ একমাসের কৃচ্ছ্রসাধন আর সংযমের পর ফিরে এসেছে খুশির ইদ। আর এই পবিত্র দিনটিতে রাজনীতির রঙ ভুলে সম্প্রীতির উৎসবে মেতে উঠলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। এদিন সকাল থেকেই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার আরতি, আমলৌকা, মহাল, দান্য, রাঙ্গামাটি সহ বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘু পাড়ায় পাড়ায় তিনি মানুষের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, বড়দের প্রণাম করছেন এবং ছোটদের আদর করছেন। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথায়, 'ইদ মানেই আনন্দ, ইদ মানেই ভ্রাতৃত্ব। পাণ্ডবেশ্বর হলো সম্প্রীতির জায়গা। আমরা সারা বছর যেভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলি, আজকের এই পবিত্র দিন সেই বন্ধনকেই আরও মজবুত করে। আমি আমার সমস্ত ভাইবোন এবং মায়েদের ঈদের শুভেচ্ছা জানাই।'

# ‘সন্ত্রাসে মদত বন্ধ না করলে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিতই থাকবে’

**নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ:** পাকিস্তান সীমান্ত সন্ত্রাস বন্ধ না করা পর্যন্ত ভারত সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে কোনও আলোচনা করবে না বলে রাষ্ট্রসংঘে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ভারত। জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁও গত বছর সন্ত্রাসবাদী হামলার জেরে গত এপ্রিল থেকে চুক্তিটি স্থগিত রেখেছে নয়াদিল্লি। বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রসংঘে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি হরিশ বলেছেন, ‘‘চুক্তির পবিত্রতা রক্ষার কথা বলার আগে পাকিস্তানকে অবশ্যই মানব জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ না বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের কেন্দ্রবিন্দু পাকিস্তান তার আচরণ শুধরে নেয়, ততদিন সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে কোনও কথা হবে না।’’

পি হরিশ বলেছেন, ‘ভারত বরাবরই একটি দায়িত্বশীল উজান অঞ্চলের রাষ্ট্র। কিন্তু দায়িত্ববোধ দ্বিমুখী। পাকিস্তানকে অবশ্যই তার রাষ্ট্রীয় নীতির হাতিয়ার হিসাবে সন্ত্রাসবাদকে নিঃশর্তভাবে পরিহার করতে হবে। আন্তর্জাতিক জল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের আচরণ ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে বলেও দাবি করে ভারত। যে অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল সকলের জন্য নিরাপদ জল ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা। কিন্তু পাকিস্তান নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত দেশ বলে দাবি করে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে।’

তারপরই ইসলামাবাদকে তীব্র আক্রমণ করেন হরিশ। বলেন, ‘ভারত সৎ উদ্দেশ্যে, সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের চেতনায় সিন্ধু জলচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান ভারতের ওপর তিনটি যুদ্ধ ও হাজার হাজার সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়ে এই বিশ্বাস লঙ্ঘন করেছে। পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী হামলায় হাজার হাজার নিরীহ ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছেন।’

# ছ’বছরের মধ্যে শীতলতম মার্চ দেখল দেশের রাজধানী

## কুয়াশায় ঢাকল দিল্লি

**নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ:** শনিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকল গোটা রাজধানী। আর এই দৃশ্য থেকে বোঝা দায়, এটি ডিসেম্বর না মার্চ মাস। শীতের মরশুমের মতোই অনুভূত হচ্ছে দিল্লিতে। মার্চের শেষের দিকে এসেও আবহাওয়ার এমন খামখেয়ালি চরিত্রে অবাকই হচ্ছেন আবহবিদেরা। শুধু কুয়াশাই নয়, দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও এক ধাক্কায় অনেকটাই নেমেছে।গত ১৮ মার্চ থেকে দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চলে আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিপুল পরিমাণে জলীয় বাষ্প ঢুকছে। তার সঙ্গে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে বজ্রগর্ভ মেঘের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে কোথাও হালকা, কোথাও মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ও হচ্ছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, গত কয়েক দিনের বৃষ্টি এবং মেঘলা পরিবেশের কারণে রাজধানীতে শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২১.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই কম। এই মাসে দিল্লিতে এখনও পর্যন্ত ১৬.২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সকালে বৃষ্টি না হলেও সোমবার থেকে আবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায়। পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণেই এই ঝড়-বৃষ্টির পরিস্থিতি চলবে বলেই জানিয়েছে মৌসম ভবন। আবহবিদেরা বলছেন, এই পরিস্থিতির নেপথ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প, যা ভূমধ্যসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর এবং পারস্য উপসাগরের উপর জমাট বেঁধেছে। সেই জলীয় বাষ্প যখন উপসাগরীয় অঞ্চল হয়ে ভারতের দিকে এগিয়েছে, তখন আরব সাগর থেকে আরও জলীয় বাষ্প শুষে নিয়ে তা বিশালাকার মেঘবলয়ের সৃষ্টি করেছে। আর সেই মেঘবলয়ের কারণেই গত কয়েক দিন ধরে ভারতের নানা প্রান্তে হালকা থেকে মাঝারি এবং কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়, শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।

# ‘যুদ্ধবিরতি চাই না, প্রায় জিতেই গিয়েছি’

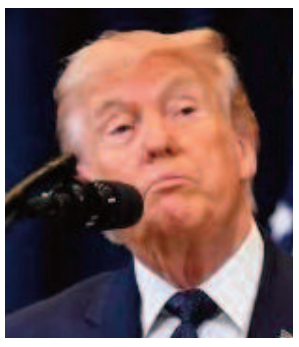

**ওয়াশিংটন, ২১ মার্চ:** যুদ্ধ থামাতে নারাজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর স্পষ্ট হুঙ্কার, ‘আলোচনায় বসা যেতেই পারে। কিন্তু আমি যুদ্ধবিরতি চাই না।’ তাঁর দাবি, যুদ্ধে প্রায় জিতেই গিয়েছে আমেরিকা। সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, ইরানের সেনার বায়ুসেনা ও নৌসেনা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মার্কিন আঘাতে। এই অবস্থায় যুদ্ধ থামাতে তিনি রাজি নন।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন ট্রাম্প। আর তখনই তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘ওদের নৌসেনা নেই। বায়ুসেনাও নেই। ওদের কাছে অস্ত্রই নেই। দেখুন, আলোচনায় বসা যেতেই পারে। কিন্তু আমি যুদ্ধবিরতি চাই না। যখন আপনি প্রতিপক্ষকে প্রায় কাবু করেই ফেলেছেন তখন কেনই বা তা চাইতে যাবেন! আমার তো মনে হচ্ছে আমরা জিতেই গিয়েছি।’

পরে নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প দাবি করেন, আমেরিকা তাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছেই গিয়েছে। তিনি লেখেন, ‘আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থাকে শেষ করে আমাদের বিরাট সামরিক কর্মকাণ্ড শেষ করার দিকটি বিবেচনা করা হচ্ছে।’ এর পরেই আমেরিকার অভিযানের পাঁচটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন ট্রাম্প। জানান, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষমতা নির্মূল করা, প্রতিরক্ষা শিল্পের ভিতকে আঘাত ও ধ্বংস করা, ইরানের নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং সেই সংক্রান্ত অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করা, তারা যাতে পারমাণবিক কার্যকলাপের ধারেকাছেও ঘেঁষতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করা এবং পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার ‘বন্ধু’ দেশগুলিকে রক্ষা করা, এই ছিল মার্কিন সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্য। ‘বন্ধু’ হিসাবে ইজরায়েল, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরিন এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নাম করেছেন ট্রাম্প।

আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ বাহিনী ইরান আক্রমণ করার পর থেকেই পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা শুরু করেছিল তেহরান। হরমুজ প্রণালীতেও পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলে তারা বাধা সৃষ্টি করে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, এই জলপথ যে সমস্ত দেশ ব্যবহার করে, তাদেরই একে রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। আমেরিকা এই প্রণালী ব্যবহার করে না। তারা জলপথ রক্ষায় অন্য দেশগুলিকে সাহায্য করতে পারে মাত্র। যদিও ইরানের হুমকি সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিলে আর হরমুজ পাহারা দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না বলে মনে করেন ট্রাম্প।

# ইরানের তেল কিনতে উৎসাহী ভারতীয় তৈলশোধনাগারগুলি

**নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ:** হরমুজ প্রণালীতে ইরানের ‘অবরোধের’ কারণে বিশ্ব জুড়ে জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ভারতও ঘাটতির আশঙ্কায় রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে ইরানের তেলের উপর চাপানো নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে আমেরিকা। তার পরেই ইরান থেকে তেল কেনার বিষয়ে তোড়জোড় শুরু করল ভারতীয় সংস্থাগুলি। ভারতীয় তৈলশোধনাগারগুলি চায়, এ বার ইরান থেকে তেল আসুক ভারতে। তবে এ বিষয়ে ভারত সরকার কী পদক্ষেপ করে, সে দিকে তাকিয়ে সংস্থাগুলি। সংবাদসংস্থা রয়টার্স তিনটি ভারতীয় তৈলশোধনাগার সংস্থার সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর ইরানের তেল কেনার বিষয়ে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তবে ইরানের থেকে তেল কেনার বিষয়ে সরকারের সবুজ সঙ্কেতের প্রয়োজন। সেই বিষয় নিয়েও ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে বলেও জানাচ্ছে ওই সূত্রগুলি। শুধু ভারত নয়, এশিয়ার অন্য দেশগুলি একই পথে হাঁটতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। শুক্রবার মার্কিন প্রশাসনের তরফে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি জানানো হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন জানিয়েছে, বিশ্ব জুড়ে যে জ্বালানি সঙ্কট এবং দাম বৃদ্ধির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা প্রশমিত করতেই আপাতত নিষেধাজ্ঞা তোলা হচ্ছে। আমেরিকা এ-ও স্পষ্ট করে দেয়, এই ‘ছাড়পত্র’ ৩০ দিনের জন্য। সমুদ্রপথে ইরানের তেল আমদানি করতে পারবে দেশগুলি। পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের পরিস্থিতিতে রাশিয়া থেকে আরও বেশি করে অপরিশোধিত তেল কেনা শুরু করে ভারত। এ বার ভারতীয় তৈলশোধনাগারগুলির নজর ইরানের তেলের দিকে।

## ময়দান

# বিরাটদের অনুশীলনে নেই বিতর্কিত পেসার যশ দয়াল!

## বোলিং নিয়ে চাপ বাড়ছে বেঙ্গালুরু শিবিরে

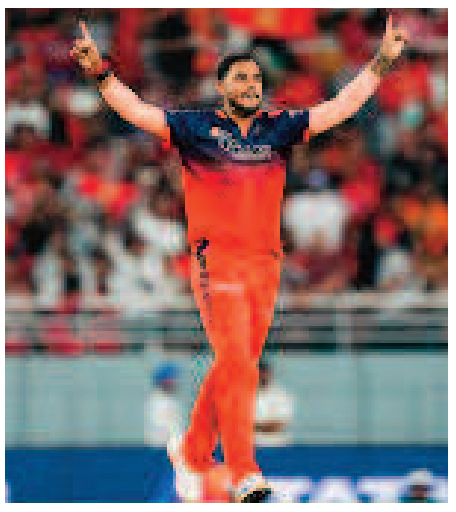

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বেঙ্গালুরু শিবিরে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে যশ দয়ালকে ঘিরে। গত মরশুমে দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া এই পেসারকে হঠাৎ করেই অনুশীলনে দেখা যায়নি। শুক্রবার চিন্নাস্বামীতে দলের অনুশীলন চললেও দয়ালের অনুপস্থিতি নজর কেড়েছে সকলের। আর ঠিক এই সময়েই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা গুরুতর অভিযোগ বিষয়টিকে আরও জটিল করে তুলেছে। যশ দয়ালের বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। শুধু তাই নয়, আরও এক মহিলাও তাঁর বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

এই দুই অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই চাপে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের এই তরুণ পেসার। পরিস্থিতি আরও ঘনীভূত হয়েছে যখন সামাজিক মাধ্যমে দলের বাসের একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে প্রায় সব ক্রিকেটারকে দেখা গেলেও অনুপস্থিত ছিলেন দয়াল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, তা হলে কি আইনি জটিলতার কারণেই তাঁকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে? যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত নভেম্বরেই দয়ালকে দলে রেখে দিয়েছিল বেঙ্গালুরু। তাই হঠাৎ করে তাঁর অনুপস্থিতি আরও রহস্য বাড়াচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনেও সম্প্রতি বড় পরিবর্তন এসেছে দয়ালের। গত মাসেই তিনি বিয়ে করেছেন। তাঁর স্ত্রী একজন পরিচিত সামাজিক মাধ্যম প্রভাবক, যিনি কিছুদিন আগেই দয়ালের অনুশীলনের ছবি ভাগ করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু সাম্প্রতিক অনুশীলনে তাঁর অনুপস্থিতি জল্পনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এদিকে, নতুন মরশুম শুরু হতে আর খুব বেশি দেরি নেই। আইপিএল শুরু হতে চলেছে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই। এই অবস্থায় বোলিং বিভাগ নিয়ে চিন্তা বেড়েছে বেঙ্গালুরুর। প্রথম কয়েকটি ম্যাচে পাওয়া যাবে না অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার জস হ্যাজলউডকে। তার ওপর যশ দয়ালকে নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় দলের দ্রুতগতির বোলিং প্রায় পুরোপুরি নির্ভর করছে অভিজ্ঞ ভুবনেশ্বর কুমার-এর ওপর।

ভুবনেশ্বর অবশ্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছেন। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, তাঁর নিখুঁত ইয়র্কারে বোল্ড হয়ে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি। কোহলির লেগ স্টাম্প লক্ষ্য করে করা সেই ডেলিভারিতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন তারকা ব্যাটসম্যান। এই দৃশ্যই বুঝিয়ে দেয়, নতুন মরশুমে ভুবনেশ্বর কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছেন। গত মরশুমে বেঙ্গালুরুর সাফল্যের পেছনে বড় ভূমিকা ছিল কোহলি ও ভুবনেশ্বরের। কোহলি ছিলেন দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক,পনেরো ইনিংসে ছয়শোর বেশি রান করেন তিনি। অন্যদিকে ভুবনেশ্বর চৌদ্দ ম্যাচে সতেরোটি উইকেট নিয়ে দলের বোলিং আক্রমণকে শক্তিশালী করেছিলেন। মেগা নিলামে বিপুল অর্থ খরচ করে তাঁকে দলে নেওয়ার ফলও পেয়েছিল দল। এবার শুধু নিজের পারফরম্যান্স নয়, তরুণ পেসারদের পথপ্রদর্শক হিসেবেও বড় দায়িত্ব নিতে হবে ভুবনেশ্বরকে। দলে রয়েছেন রাসিক সালাম দার ও মঙ্গেশ যাদবের মতো উদীয়মান বোলাররা। তাদের গড়ে তোলার কাজও করতে হবে অভিজ্ঞ এই পেসারকেই। সব মিলিয়ে, মরশুম শুরুর আগে বেঙ্গালুরু শিবিরে উত্তেজনার পাশাপাশি অনিশ্চয়তাও কম নয়। যশ দয়ালের ভবিষ্যৎ কী হবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

# হর্ষিতের পর এবার আকাশদীপ, চোটে বিপর্যস্ত কেকেআর

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** আইপিএল শুরুর আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি, তার মধ্যেই বড়সড় ধাক্কা খেল কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবির। চোটের কারণে পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন বাংলার জোরে বোলার আকাশদীপ। শনিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে এই খবর নিশ্চিত করেছে কেকেআর কর্তৃপক্ষ। ফলে দলের বোলিং বিভাগে চাপ আরও বেড়ে গেল।

আগেই জানা গিয়েছিল, মুস্তাফিজুর রহমান এবং হর্ষিত রানাকে নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। সেই তালিকায় এবার যোগ হল আকাশদীপের নাম। ফলে আইপিএল শুরুর আগেই কার্যত দুর্বল হয়ে পড়েছে নাইটদের পেস আক্রমণ। দলের কর্তা মহলের এক সদস্য জানিয়েছেন, চোটের কারণে পুরো আইপিএলেই আকাশদীপকে পাওয়া যাবে না, যা দলের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক।

২৯ বছর বয়সি এই পেসারকে এবারের নিলামে ১ কোটি টাকায় দলে নিয়েছিল কেকেআর। তাঁর উপর যথেষ্ট ভরসা ছিল টিম ম্যানেজমেন্টের। কিন্তু প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই তাঁকে হারানো বড় ধাক্কা হিসেবে দেখছেন অনেকে। বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন। যদিও তাঁর চোটের প্রকৃতি বা কবে মাঠে ফিরবেন, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি।

১৮ মার্চ থেকে ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলন শুরু করেছে কেকেআর। কিন্তু সেই শিবিরে যোগ দেননি আকাশদীপ। এতে শুরু থেকেই পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছে দল। এর মধ্যেই হর্ষিত রানার বিকল্প বোলারও এখনও চূড়ান্ত করতে পারেনি টিম ম্যানেজমেন্ট। ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

এদিকে শ্রীলঙ্কার তরুণ পেসার মাথিশা পাথিরানাকে কবে থেকে দলে পাওয়া যাবে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। সব মিলিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর আগে কেকেআর কার্যত চাপে পড়ে গিয়েছে। আগামী ২৮ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে এবারের আইপিএল। কেকেআরের প্রথম ম্যাচ ২৯ মার্চ, প্রতিপক্ষ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে বোলিং বিভাগকে নতুন করে সাজানোই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের জন্য।

# দেড় যুগ পর বেলফাস্টে ভারত! আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সূচি ঘোষণা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ভারতের সামনে ব্যস্ত সূচি অপেক্ষা করছে। সেই সূচিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে আগামী জুন মাসে আয়ারল্যান্ড সফরে যাবে ভারতীয় দল। এই সফরে দুটি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে তারা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ইতিমধ্যেই এই সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী, ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে ২৬ এবং ২৮ জুন, বেলফাস্টে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, দীর্ঘ ১৯ বছর পর বেলফাস্টে খেলতে নামবে ভারত। শেষবার তারা সেখানে খেলেছিল ২০০৭ সালে।

গত কয়েক বছরে ভারত একাধিকবার আয়ারল্যান্ড সফরে গেলেও ম্যাচগুলো মূলত ডাবলিনের মালাহাইডে আয়োজন করা হয়েছিল। ২০১৮, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে ভারতীয় দলের ম্যাচ ঘিরে সেখানে ব্যাপক দর্শকসমাগমও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে এবার ভেন্যু পরিবর্তন করে বেলফাস্টে ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে নতুন আকর্ষণ তৈরি করবে।

এই সিরিজ ঘোষণার আগেই আয়ারল্যান্ড ক্রিকেটের এক শীর্ষকর্তা ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজের কথা নিশ্চিত করেছিলেন। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, দলের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক পল স্টার্লিং দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ফলে আয়ারল্যান্ড দলে নতুন নেতৃত্বের সূচনা হতে চলেছে। আসন্ন সিরিজটিকে সেই নতুন অধিনায়কের জন্য একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারতের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার মঞ্চ পেতে চলেছেন তিনি।

অন্যদিকে, ভারতের সামনের সূচিও যথেষ্ট ঠাসা। আয়ারল্যান্ড সফরের আগে ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট এবং তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলবে ভারতীয় দল। এরপর আয়ারল্যান্ড সফর শেষ করে তারা পাড়ি দেবে ইংল্যান্ডে, যেখানে ১ জুলাই থেকে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক সিরিজ খেলতে হবে ভারতকে।

এই ব্যস্ত সূচির মধ্যেই ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই প্রায় ২০ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে একটি প্রাথমিক তালিকা তৈরি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই তালিকায় থাকা ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সের ওপর বিশেষ নজর রাখা হবে আসন্ন আইপিএলে। নির্বাচকরা মাঠে উপস্থিত থেকে যেমন খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করবেন, তেমনই টেলিভিশনের মাধ্যমেও প্রতিটি ম্যাচ খুঁটিয়ে দেখবেন।

বোর্ডের পক্ষ থেকে নির্বাচকদের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি ম্যাচ সরাসরি মাঠে গিয়ে দেখতে হবে। এর পাশাপাশি অন্যান্য ম্যাচগুলোও নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী দল গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য। সব মিলিয়ে, আয়ারল্যান্ড সফর শুধু একটি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নয়, বরং ভারতের জন্য এটি বড় প্রস্তুতির অংশ। নতুন ভেন্যু, নতুন চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সমন্বয়ে এই সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে।

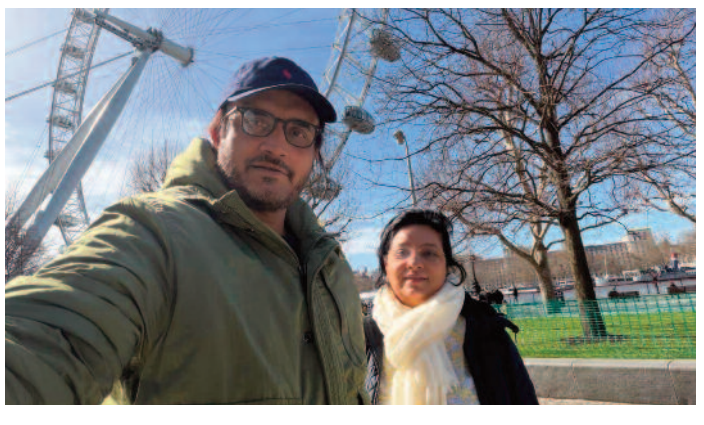

*ইডেনে বিশ্বকাপ আয়োজনের গুরুদায়িত্ব শেষ সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। সামনে আইপিএল। তার আগে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে লন্ডনে সস্ত্রীক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিখ্যাত ‘লন্ডন আই’ এর সামনে ছবি তুলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করলেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়।*

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

# মন্দিরে বাজছিল পুজোর ঘণ্টা

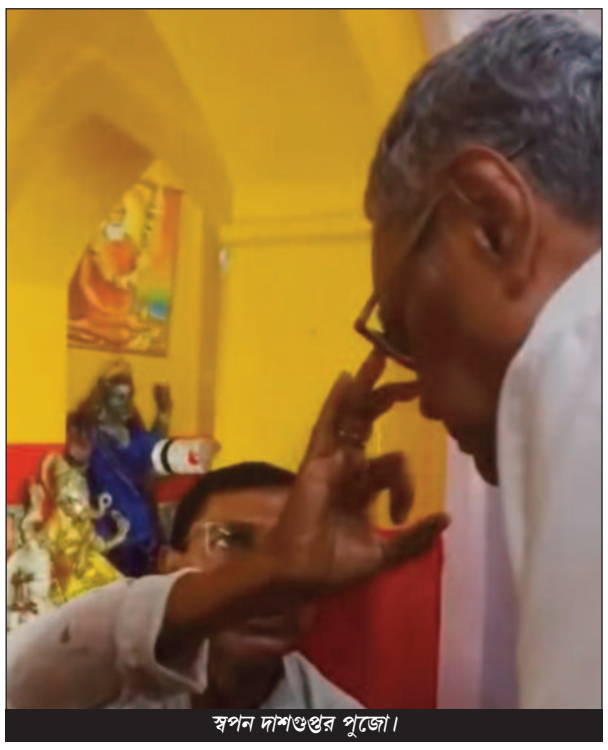
স্বপন দাশগুপ্তর পুজো।

রুদ্রনীল ঘোষের পুজো।

ভোলা গিরি আশ্রমে সাধু সন্তদের সাথে শুভেন্দু অধিকারী।

**অশোক সেনগুপ্ত**

*'তাদের পাড়ায় পাড়ায়*
*মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘণ্টা*
*সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে;'।*

১৩৪৩-এর মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফ্রিকা'-তে লিখেছিলেন এ কথা। প্রায় নয় দশক বাদে এখন বাংলার মন্দিরগুলো বুঝি ভোটের সৌজন্যে এরকমই ব্যস্ততা।

নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ-সহ ভিনরাজ্যের বিজেপি নেতারা এলেই তাঁদের সভাস্থল-সংলগ্ন বা এলাকার বড় মন্দিরে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। এবারেও ওই দুই নেতার প্রচারসূচীতে আছে একগুচ্ছ এলাকা। সূত্রের খবর, ওই সব অঞ্চলের কিছু মন্দিরের তরফে খোঁজখবর শুরু হয়েছে নেতৃবৃন্দ তাঁদের মন্দিরে আসছেন কিনা। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মস্থানপ্রীতির কথা তো সবারই জানা। প্রতিদিনই বিভিন্ন অঞ্চলে পুজো দিতে আসছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থী। শুক্রবার চৈতন্য মঠে পুজো দিয়ে ভোটের প্রচার শুরু করলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। হলদিয়ার বিজেপি প্রার্থী প্রদীপ বিজলি গিয়েছিলেন খেড়াবেড়িয়ার মনসা মন্দিরে। সন্ধ্যায় যাচ্ছেন বেচারহাটে (১৩ নম্বর ওয়ার্ড) শীতলা মন্দিরে। এদিন ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র এলাকার নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এবং বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস একসঙ্গে হালিশহর রামপ্রসাদ ভিটে কালী মন্দিরে পূজো দিয়ে নিজেদের প্রচার অভিযান শুরু করলেন। বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী কৌস্তভ বাগচি গেলেন অন্নপূর্ণা মন্দিরে। টালিগঞ্জ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারীর মন্দিরসফর শুরু হয়েছিল সকাল সাড়ে ৮টায়। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির দিয়ে শুরু করে একে একে গোষ্ঠতলা, বসন্তকালী মন্দির, শ্রীগুরুমন্দির, কালীমন্দির, বড়ুয়াপাড়ায় হনুমানমন্দির, রামঠাকুর আশ্রম। রাজারহাট-গোপালপুরের বিজেপি প্রার্থী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি গেলেন কৃষ্ণপুরের ঘোষপাড়া কালীমন্দিরে। প্রার্থী পদ ঘোষণার পরে এর আগে বৃহস্পতিবার মা কালীর মন্দিরে পূজা দিয়ে প্রচার শুরু করেন জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অনুপম ঘোষ। রাজারহাট-নিউটন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নাম ঘোষণা হওয়ার পর মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচারে নামেন বিজেপি প্রার্থী পীযূষ কানোরিয়া। শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে রামতলার রাম মন্দিরে এবং শংকর মঠে পুজো দিয়ে প্রচারে নামেন প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ। উত্তর কাঁথি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুমিতা সিনহা নাচিন্দা মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন। বুধবার গলসি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী, গতবারের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝির নাম ঘোষণা হয়। পরদিনই তিনি যান দানবাবা মসজিদে চাদর চাপিয়ে প্রচার শুরু করতে। ১৮ই বাণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুকুমার রায়। এর পর স্ত্রীকে নিয়ে কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরেও পুজো দেন তিনি। গতবারও বাণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন সুকুমার রায়। প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পরদিনই মা কনকদুর্গার আশীর্বাদ নিয়ে রবিবার প্রচার শুরু করেন বিজেপি প্রার্থী লক্ষীকান্ত সাউ। ঢোল, ধামসা নিয়ে ঝাড়গ্রামে জোরদার প্রচারে নামেন তিনি। রবিবার পূর্ণ দাস রোডের ডাকাত কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন রাসবিহারী কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত। সব মিলিয়ে ভোট এলে নতুন করে প্রাণসঞ্চার হয় মন্দিরগুলোয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছেনা।

রেখা পাত্রর পুজো।

অর্জুন সিং ও সুদীপ্ত দাসের পুজো।

অনুপম ঘোষের পুজো।

শীতলা মাতার মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু কৌস্তভ বাগচীর।

# এক অনন্য আবেগের লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

**শুভাশিস বিশ্বাস**

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে এবার ভোটের লড়াই যেন এক অনন্য আবেগের। বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রঞ্জন শীল শর্মার মধ্যে এই লড়াই ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে। কারণ, উত্তরবঙ্গের এই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে মা-ছেলে এবার ভোটর রাজনীতিতে নামছেন একে অপরের বিরুদ্ধে। এমন সম্মুখসমরের ঘটনা অতীতেও বঙ্গ রাজনীতিতে যে দেখা যায়নি তা নয়। ভোটের লড়াইয়ে একই বাড়ির সদস্যরা ভিন্ন রাজনৈতিক দলের থেকে ভোট যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি লড়েছেন।কিন্তু মা-ছেলের এ লড়াই যেন পৌঁছেছে এক ভিন্ন মাত্রায়।

ছোটবেলা থেকে যাঁর কাছে কার্যত মানুষ, যাঁর হাত ধরে রাজনীতিতে প্রবেশ, ভোট ময়দানে তিনিই যদি প্রতিপক্ষ হন তাহলে অস্বস্তিতে কি পড়বেন দু'জনই, এখন এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে। কারণ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জনশীল শর্মা 'মা' বলেই ডাকেন বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়কে। আর তৃণমূলের টিকিট পাওয়ার পরই তিনি জানিয়ে দিলেন, মা শিখা চট্টোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ নিয়েই প্রচারে নামবেন। আর জয়লাভের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনাও করেন মায়ের কাছে। আর এখানেই বুঝি সবথেকে বড় প্রশ্ন, কী করবেন বিজেপির শিখা? ছেলের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারের হাতিয়ার কী হবে? এই নিয়ে এখনও কিছু বলেননি বিজেপির বিদায়ী বিধায়ক। তবে লড়াইয়ের শুরুতেই প্রাক্তন বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর কাছে পরিবারের আগে দলই অগ্রাধিকার পাবে। প্রয়োজনে ছেলে বা স্বামী, কাউকেই আলাদা করে বিবেচনা করবেন না। লক্ষ্য একটাই, দলকে জয়ী করা। সঙ্গে এও জানান, রঞ্জনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক আগের মতোই থাকবে। কিন্তু রাজনৈতিক লড়াইয়ে কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। কে কী কাজ করেছে, তার জবাব দেবে ভোটবাক্স। যদিও রঞ্জন জানিয়েছেন, পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান জানিয়েই তিনি প্রচারে নামবেন। সঙ্গে এও জানান, তাঁর লড়াই হবে উন্নয়ন ও আদর্শের ভিত্তিতে। জিততে পারলে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িকে পুরসভায় রূপান্তর করার চেষ্টা করবেন তিনি। তবে এমন এক ঘটনায় অনেকে রঞ্জনের স্ট্যাটেজির প্রশংসা করে বলেন, এ যেন লড়াইয়ের আগে বিপক্ষের কিলিং ইনস্টিনক্টকে ধ্বংস করা।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারান রঞ্জন। এরপর শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ছোট রঞ্জনকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মা। শিখাকে অনুরোধ করেন, ছেলেকে দেখভাল করার জন্য। তারপর রঞ্জনের মা-ও মারা যান। কার্যত ছোটবেলা থেকে রঞ্জনকে মানুষ করেছেন শিখা। আর সেই কারণেই তাঁকে মা বলেই ডাকেন রঞ্জন। শুধু বড় করা নয়, রঞ্জনের রাজনীতিতেও প্রবেশ শিখা চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, শিখাও একসময় তৃণমূলই করতেন। তবে ২০২১ সালে দলীয় টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছাড়েন শিখা চট্টোপাধ্যায়। যোগ দেন বিজেপিতে। দল বদলালেও রঞ্জন তৃণমূলেই থেকে যান। দার্জিলিং তৃণমূল কংগ্রেসের সমতলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও পান রঞ্জন। এদিকে এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রঞ্জন।

উল্টোদিকে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে শিখাকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। ওই আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হন গৌতম দেব। যিনি আবার ওই কেন্দ্রের ২ বারের বিধায়ক। নিঃসন্দেহে হেভিওয়েট প্রার্থী। কিন্তু, শিখা ২৭ হাজারের বেশি ভোটে গৌতম দেবকে হারিয়ে দেন। এদিকে তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা দাবি করেন, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় শিখার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে প্রচারে নামেননি রঞ্জন।

২০২৬-এও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে শিখাকে প্রার্থী করেছে বিজেপি।এরপর মঙ্গলবার ওই আসনে রঞ্জনের নাম ঘোষণা করে তৃণমূল। ফলে মা-ছেলের লড়াই হতে চলেছে এই কেন্দ্রে। কী হবে এবার? মা শিখার বিরুদ্ধে কীভাবে প্রচার করবেন ছেলে রঞ্জন?

আবেগ ও রাজনীতি একসঙ্গে মিশে যাওয়া এই বিধানসভা কেন্দ্রটির অবস্থান জলপাইগুড়ি জেলায়। রাজনৈতিক দিক থেকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা আসনটি একটি সাধারণ শ্রেণীর নির্বাচনী এলাকা। এটি শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের ৩১ থেকে ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড এবং রাজগঞ্জ সম্প্রদায় উন্নয়ন ব্লকের ডাবগ্রাম-১, ডাবগ্রাম-২, ফুলবাড়ি-১ ও ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি নিয়ে গঠিত। এটি জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র গঠনকারী সাতটি কেন্দ্রের মধ্যে একটি। ২০১১ সালের নির্বাচনের আগে সীমানা নির্ধারণ কমিশনের আদেশে, শিলিগুড়ির চারপাশে দ্রুত নগরায়ণ এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় এই নির্বাচনী এলাকাটি গঠন করা হয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতেই হয়, বর্তমানে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি নামে পরিচিত এলাকাগুলি আগে প্রধানত রাজগঞ্জ বিধানসভা আসনের অধীনে ছিল।

এদিকে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে মেলা তথ্য বলছে, ২০২৪ সালে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩২১,২০১, যা ২০২১ সালের ৩১০,৩৫৪ এবং ২০১৯ সালের ২৮৩,৫৭৭ থেকে বেশি। মোট ভোটারের প্রায় ৩৭ শতাংশ মুসলিম, ৩২.৩৫ শতাংশ তফসিলি জাতি এবং ১.১৬ শতাংশ তফসিলি উপজাতি। মুসলিম ভোটাররা মূলত শিলিগুড়ির দিকের ডাবগ্রাম অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত, অন্যদিকে ফুলবাড়িতে তফসিলি জাতি ভোটারদের ঘনত্ব বেশি।

সঙ্গে এটা মনে রাখা দরকার এই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি একটি সম্পূর্ণ শহুরে আসন, এখানকার ভোটার তালিকায় কোনো গ্রামীণ ভোটার নেই। ভোটার উপস্থিতি বেশ ভালো, তবে সময়ের সাথে সাথে এতে কিছুটা ওঠানামাও নজরে এসেছে। যেমন, ২০১১ সালে এই হার ছিল ৭৬.২০ শতাংশ, যা ২০১৬ সালে বেড়ে ৮৫.৫৪ শতাংশ হয়। এরপর ২০১৯ সালে তা কমে ৮৪.৩৯ শতাংশ, ২০২১ সালে ৮৩.৫৫ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় ৮০.৫৫ শতাংশে।

ভৌগোলিকভাবে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর সমভূমিতে, পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে, জলপাইগুড়ি শহরের উত্তরে এবং শিলিগুড়ি মহানগর এলাকার আশেপাশে অবস্থিত। এখানকার ভূখণ্ড সমতল থেকে সামান্য ঢালু এবং এর মাটি পলিমাটিযুক্ত। পাহাড় থেকে তিস্তার দিকে বয়ে আসা নদী ও ঝর্ণার জলে পুষ্ট এই মাটি। বৃহত্তর এই এলাকাটি ডুয়ার্স-তরাই অঞ্চলের অংশ, যেখানে কৃষিকাজের পাশাপাশি চা বাগান, নগর পরিষেবা, বাণিজ্য ও পরিবহন ব্যবস্থার প্রাধান্য রয়েছে।

এই নির্বাচনী এলাকাটি শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি এবং সেখান থেকে আরও এগিয়ে ডুয়ার্স পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যস্ত করিডোরটির দুই পাশেই অবস্থিত। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ডাবগ্রাম শিল্প পার্ক এই অঞ্চলের মধ্যেই অবস্থিত, এবং শিলিগুড়ির বাইরে সবচেয়ে কাছের প্রধান শহর হল জলপাইগুড়ি, যা ফুলবাড়ি হয়ে সড়কপথে প্রায় ৪৮ কিমি দূরে অবস্থিত। জলপাইগুড়ি জেলা সদর এবং জেলার প্রধান প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রও বটে। রাজ্যের রাজধানী কলকাতা সড়ক ও রেলপথে প্রায় ৫৬০ থেকে ৬০০ কিমি দূরে অবস্থিত, যেখানে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন এবং উত্তরবঙ্গের প্রধান সংযোগকারী সড়কগুলির মাধ্যমে পৌঁছানো যায়।

জলপাইগুড়ি সেক্টরে বাংলাদেশ সীমান্ত বৃহত্তর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি অঞ্চল থেকে অল্প দূরত্বে অবস্থিত, যা একে সরাসরি সীমান্তবর্তী নির্বাচনী এলাকা না বানিয়েও উত্তরবঙ্গের কৌশলগত করিডরে এর অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে। বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে রংপুর বিভাগের শহরগুলি সীমান্তের ওপারে অবস্থিত, যা সড়ক ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক সংযোগের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের বাণিজ্য পথের সাথে যুক্ত। সব মিলিয়ে এই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির মূল পরিচয় হলো একটি ক্রমবর্ধমান শহুরে নির্বাচনী এলাকা, যা শিলিগুড়ির উন্নয়নের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।

এই বিধানসভা তৈরি হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত তিনবার নির্বাচন হয়েছে। প্রথম দুটি বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জেতে। এরপর জোড়াফুলকে সরিয়ে ২০২১-এর নির্বাচনে ফোটে পদ্ম। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের গৌতম দেব সিপিআই(এম)-এর দিলীপ সিংকে ১১,২৩৬ ভোটে পরাজিত করেন এবং ২০১৬ সালে তিনি আবারও সিংকে হারান, এবার ২৩,৮১১ ভোটের ব্যবধানে। এই দুটি নির্বাচনে বিজেপি যথাক্রমে মাত্র ৬.০৭ শতাংশ এবং ১১.৭৭ শতাংশ ভোট পেলেও ২০২১ সালে রাজনৈতিক পাশা উল্টে যায়। সবাইকে চমকে দিয়ে বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় দুইবারের বিধায়ক গৌতম দেবকে ২৭,৫৩৯ ভোটে পরাজিত করেন। এই জয়ে সিপিআই(এম)-এর দিলীপ সিং ৬.৯৫ শতাংশ ভোট পেয়ে অনেক পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে চলে যান, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস পায় ৩৯.২০ শতাংশ এবং বিজেপি পায় ৪৯.৮৫ শতাংশ ভোট। শুধু ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন-ই নয়, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনের প্রবণতাও প্রান্তিক অবস্থা থেকে বিজেপির উত্থানের দিকেই ইঙ্গিত করছে। ২০০৯ সালে, এখানে সিপিআই(এম) কংগ্রেসের চেয়ে ২৪,৪৫৪ ভোটে এগিয়ে ছিল; ২০১৪ সালে, তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির চেয়ে ৪,৭১০ ভোটে এগিয়ে যায়। ২০১৯ সালে পরিস্থিতি পাল্টে যায়, যখন এই কেন্দ্রে বিজেপি তৃণমূলের চেয়ে ৮৬,১১৭ ভোটের বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে যায় এবং ২০২৪ সালেও তাদের আধিপত্য বজায় থাকে, যেখানে তারা তৃণমূলের চেয়ে ৭২,২৪৫ ভোটে এগিয়ে থাকে।

এদিকে সম্প্রতি গৌতম দেব ঘোষণা করেন, তিনি আর ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না, যেখান থেকে তিনি দু'বার জিতেছিলেন। সঙ্গে এও জানান, তিনি তাঁর নিজ গ্রাম শিলিগুড়িতে ফিরে যাবেন বলেও। পাশাপাশি এও জানাতে ভোলেননি যে, এই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের কাছ থেকে তিনি ভালোবাসা ও প্রত্যাখ্যান দুটোই পেয়েছেন, যা তিনি বিনয়ের সাথে মাথা পেতে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতেই হয় ২০১১ এবং ২০১৬ সালে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে তৃণমূলের তরফে জয়ী হওয়ার পর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রথম মেয়াদে গৌতম দেব উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী হন। এরপর দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি পর্যটন মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলান। এরপর ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হলেও ২০২২ সালে শিলিগুড়ি পৌরসভা (এসএমসি) নির্বাচনে তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর গৌতম দেব মেয়র হন।

এদিকে হাত গুটিয়ে বসে নেই বামেরাও।শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থীদের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচারে নেমেছে বাম শিবির। প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর সকাল থেকেই নিজ নিজ কেন্দ্রে নিবিড় প্রচারে অংশ নেন প্রার্থীরা। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী দিলীপ সিং-কে বুধবার সকালে শালুগাড়া ভক্তিনগর এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার করতে যেমন দেখা যায় তেমনই ও সন্ধ্যায় পূর্ব চয়নপাড়া এলাকায় বাড়ি বাড়ি নিবিড় প্রচার সারেন।প্রার্থীর সাথে প্রচারে ছিলেন কমল বাড়ৈ, সুষেন রায়, ধীরেশ রায় সহ অন্যান্যরা। তৃণমূল কংগ্রেসও বিজেপি'কে পরাস্ত করতে মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে আহ্বান জানিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামীণ এলাকায় বাড়ি বাড়ি, দোকানপাট, বাজার, বস্তি, গলি সর্বত্র প্রচারে যান মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী ঝরেন রায়। এর পাশাপাশি ভবেশ ঘোষের সভাপতিত্বে কর্মিসভার পর মাটিগাড়া বাজার এলাকায় প্রার্থীকে নিয়ে প্রচার মিছিলে পা মেলাতে দেখা যায় এলাকার সিপিআই(এম) কর্মী সমর্থকদের। এদিন মাটিগাড়া বাজার হাটের বিভিন্ন দোকানের ব্যবসায়ী, স্থায়ী মানুষের সাথে কথাও বলেন বাম প্রার্থী। সাথে ছিলেন গৌতম ঘোষ, ভবেন্দু আচার্য্য, ঝরিয়া ওঁরাও, তাপস সরকার, মনি থাপা প্রমুখ। এছাড়াও সন্ধ্যায় নকশালবাড়ির বাবুপাড়া এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার চালান প্রার্থী।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে রাজনৈতিক দলগুলোর পারফরম্যান্সের দিকে একনজরে তাকালে মনে হতে পারে যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি সমানে সমান, কারণ গত সাতটি বড় নির্বাচনের মধ্যে তিনটিতেই উভয় দল এগিয়ে ছিল। তবে, খুব খুঁটিয়ে দেখলে নজরে আসবে, বিজেপি গত তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২০১৯ ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে ছিল এবং তাদের জয়ের ব্যবধান তৃণমূলের আগের জয়ের ব্যবধানের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। আর বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোট এখন মোট ভোটের ৪ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর ২০২৬-এর নির্বাচনে বিজেপি চেষ্টা করবে মুসলিম ভোট বিভক্ত করার জন্য। কারণ, এই ভোটগুলো সাধারণত তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে থাকে। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে লড়াই হবে কাঁটায়-কাঁটায়।

## ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

### ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেষ

| প্রার্থীর নাম | দল | ভোট | ভোট শতাংশ |
|---|---|---|---|
| শিখা চট্টোপাধ্যায় | বিজেপি | ১,২৯,০৮৮ | ৪৯.৮৫ % |
| গৌতম দেব | তৃণমূল কংগ্রেস | ১,০১,৪৯৫ | ৩৯.১৯ % |
| দিলীপ সিং | সিপিআইএম | ১৭,৯৯৮ | ৬.৯৫ % |
| কোনও দলকে নয় | নোটা | ৩,৩৭৯ | ১.০৩ % |

### ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেষ

| কেন্দ্র | ২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার | ২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা | ২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা |
|---|---|---|---|
| ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি | ৩,১০,৩৫৪ | ২,৮৭,০৩০ | ২,৭০,৫৩৯ |

### এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার